মহামহোপাধ্যায়

শ্রীশ্রীজগদীশ তর্কালঙ্কার বিরচিত

মূল ও বঙ্গানুবাদ।

পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণ তর্কতীর্থ সংশোধিত

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ

লিখিত ভূমিকাসহ।

অনুবাদক শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র নাথ ঘোষ।

কলিকাতা।

শকাব্দ ১৮৪০.

মূল্য ॥০

নিবেদন।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে নব্যন্যায়ের ব্যাপ্তিপঞ্চক নামক পুস্তকখানি, মাথুরী ও দীধিতির বঙ্গানুবাদ, সুবিস্তৃত তাৎপর্য্য ও ন্যায়ফক্কিকা-প্রভৃতিসহ প্রকাশিত করি। কিন্তু মূল ও টীকাসহ ষোল পৃষ্ঠার পুস্তকখানি, যথাসম্ভব সরল হইবে বলিয়া ছয়শত পৃষ্ঠাপর্য্যন্ত লিখিত হইলেও অনেকেরই পক্ষে তাহা কঠিন বোধ হইতেছে—দেখিতেছি। ইহার একটী কারণ ন্যায়শাস্ত্রের প্রচারাল্পতা। বস্তুতঃ, সেই প্রচারাল্পতা নিবারণ করিবার জন্যই এই বর্ত্তমান প্রয়াস।

এই শাস্ত্রের পঠনপাঠনের প্রচলিত রীতি অনুসারে প্রায় সকল প্রথমশিক্ষার্থীকেই ব্যাপ্তিপঞ্চকপাঠের পূর্ব্বে একখানি নব্যন্যায়ের প্রবেশিকাস্থানীয় পুস্তক পাঠ করিতে হয়। এই প্রবেশিকা পুস্তক, প্রাচীনকাল হইতে এ পর্য্যন্ত বহু রচিত হইয়া গিয়াছে, এবং বহু বিলুপ্ত হইলেও এখনও পর্য্যন্ত তাহাদের মধ্যে বহু পুস্তক বিদ্যমানও রহিয়াছে, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও মহামহোপাধ্যায় বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন বিরচিত ভাষা-পরিচ্ছেদ নামক গ্রন্থখানি বঙ্গদেশে, ও মহামহোপাধ্যায় অন্নম্ভট্ট বিরচিত তর্কসংগ্রহ নামক গ্রন্থখানি পশ্চিমদেশে, এতদুদ্দেশ্যে সাধারণতঃ পঠিত হয়। কিন্তু তথাপি নব্যন্যায়ের চরম পরিণতি ও পরম সূক্ষ্মতা যে মহাত্মার হৃদয়ে বিকশিত হইয়াছিল, সেই মহামতি জগদীশতর্কালঙ্কার মহাশয় বিরচিত তর্কামৃত নামক গ্রন্থখানি যে এতদুদ্দেশ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী, তাহা অনেক সূক্ষ্মদর্শী অধ্যাপকই অনুভব করিয়া থাকেন। এই জন্যই (স্বর্গীয়) মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয় স্বয়ং ইহার সম্পাদনভার গ্রহণ করিয়া (স্বর্গীয়) জীবানন্দ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের

দ্বারা প্রকাশিত করেন। আমরাও ইহার অত্যধিক উপযোগিতা বুঝিয়া উক্ত ব্যাপ্তিপঞ্চকগ্রন্থের ভূমিকামধ্যে অপরাপর বহু জ্ঞাতব্য বিষয়ের সহিত ইহার বঙ্গানুবাদমাত্র প্রয়োজনানুসারে বিক্ষিপ্তভাবে প্রদান করিয়াছি। এক্ষণে সেই অনুবাদকে আরও একটু বিস্তৃত ও পরিমার্জ্জিত করিয়া মূলগ্রন্থসহ "ন্যায়প্রবেশ প্রথমভাগ" রূপে প্রকাশিত করিলাম, আশা করি ইহাতে প্রথমশিক্ষার্থীর কিঞ্চিৎ সুবিধা হইবে। আর ভগবানের দয়া হইলে ও পাঠকবর্গের উৎসাহ পাইলে ইহারই একটী সুবিস্তৃত ব্যাখ্যারূপে যথাসম্ভব সরল বঙ্গভাষায় আধুনিক রুচির অনুরূপ করিয়া ন্যায়প্রবেশ দ্বিতীয়ভাগ নামে একখানি গ্রন্থ এবং তৃতীয়ভাগ নামে প্রাচীন ন্যায়ের জন্য তার্কিকরক্ষা নামক আর একখানি গ্রন্থ অনুবাদসহ শীঘ্রই প্রকাশিত করিব।

এই অনুবাদটী মদীয় ন্যায়শাস্ত্রাধ্যাপক পরমারাধ্য পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণ তর্কতীর্থ মহাশয় নিতান্ত দয়াপরবশ হইয়া আদ্যোপান্ত সংশোধন করিয়া দিয়াছেন, এবং এই গ্রন্থ ও এই শাস্ত্রের উপযোগিতা বিবৃত করিয়া মদীয় বেদান্তশাস্ত্রের অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথতর্কভূষণ মহাশয় যারপরনাই অনুগ্রহ করিয়া ইহার একটী ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন। ইহাঁদিগের ঋণপরিশোধ সর্ব্বথা অসম্ভব। অতএব ইহাঁদিগকে ভক্তিভাবে প্রণাম করিয়াই সাধারণসমীপে এই গ্রন্থখানি উপস্থিত করিলাম। এতদ্দ্বারা নব্যন্যায়ের প্রবেশার্থিগণের যদি কিঞ্চিৎ উপকার সাধিত হয়, তাহা হইলে শ্রম সফল জ্ঞান করিব। ইতি—

৪নং আরপুলি লেন, বহুবাজার,
কলিকাতা। ১০ই পৌষ, ১৮৪০
শকাব্দ। সন ১৩২৫সাল।

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ
অনুবাদক, সম্পাদক ও প্রকাশক।

ভূমিকা।

সাধারণতঃ একটা বিশ্বাস এই যে, ন্যায়শাস্ত্র অতি কর্কশ এবং নীরস, ইহার আলোচনা করিলে লোকের কেবল তর্ক করিবার শক্তিই বাড়ে, কিন্তু তত্ত্বনির্দ্ধারণ করিবার শক্তি হ্রাস পায়, তাহার ফলে আস্তিক্যবুদ্ধি লোপ পায় এবং পরিশেষে সংশয়াত্মা হইয়া লোকে ইতোনষ্ট ও ততোভ্রষ্ট হয়। বর্ত্তমান সময়েই যে এই বিশ্বাস দৃঢ়তা লাভ করিয়াছে, তাহা নহে, চারিশত বৎসরের পূর্ব্বেও অনেকের মনে যে এইরূপ বিশ্বাস ছিল, তাহার প্রমাণও বিরল নহে। ১৪৯৭ শকে বিরচিত কবিকর্ণপূরকৃত চৈতন্যচন্দ্রোদয় নামক নাটকে তাৎকালিক বঙ্গের নৈয়ায়িকগণের প্রতি যে বিদ্রূপোক্তি করা হইয়াছে, তাহা দেখিলেই বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, ন্যায়শাস্ত্রের উপর তখনও সাধারণ লোকের এইরূপ বিশ্বাসই ছিল। সে বিদ্রূপোক্তিটী এই—

"অভ্যাসাদ্ য উপাধি জাত্যনুমিতিব্যাপ্ত্যাদিশব্দাবলে
র্জন্মারভ্য সুদূরদূরভগবদ্বার্ত্তা প্রসঙ্গাঅমী।
যে যত্রাধিককল্পনাকুশলিনস্তে তত্র বিদ্বত্তমাঃ
স্বীয়ং কল্পনমেব শাস্ত্রমিতি যে জানন্তি তে তার্কিকাঃ।"

শ্লোকটীর সংক্ষেপতঃ তাৎপর্য্য এই যে,——

অতি শৈশব হইতে ন্যায়শাস্ত্রের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া যাঁহারা তার্কিক বলিয়া পরিচিত হইয়া থাকেন, তাঁহারা কেবল ঘটত্ব পটত্ব প্রভৃতি জাতি, অনুমিতি, উপাধি, ও ব্যাপ্তি প্রভৃতি কতকগুলি পরিভাষা মাত্রই অভ্যাস করেন, তাহার ফলে তাঁহারা একেবারে ভগবচ্চিন্তা বিমুখ হইয়া পড়েন, এমন কি ভগবদ্‌বার্ত্তাতেও একান্ত পরাংমুখ হইয়া

থাকেন। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা যত কল্পনা করিতে সমর্থ, তাঁহারা তত বড় পণ্ডিত বলিয়া প্রথিত হন ; ফল কথা এই যে, যাঁহারা এইরূপে ন্যায়শাস্ত্রের আলোচনার প্রভাবে নিজ নিজ কল্পনাকেই শাস্ত্র বলিয়া বিবেচনা করেন, তাহাঁরাই তার্কিক বলিয়া জনসমাজে পরিচিত হন।

কেবল চারিশত বৎসর পূর্ব্বের কথাই বা বলি কেন, আর্যযুগে পুরাণাদিরচনাকালেও জনসমাজে ন্যায়শাস্ত্রের প্রতি এইরূপই বিশ্বাস যে ছিল, তাহারও যথেষ্ট প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়—

"আন্বীক্ষিকীমধীয়ানঃ শার্গালীং যোনিমাপ্নুয়াৎ।"

ইত্যাদি পুরাণবচনও এই বিষয়ে জাজ্বল্যমান প্রমাণ। বাহুল্য ভয়ে এইরূপ বহুতর বচন পুরাণাদিশাস্ত্রে বিদ্যমান থাকিলেও এস্থানে তাহা উদ্ধৃত করা হইল না, যাহা উপরে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাই এইরূপ বিশ্বাসের প্রাচীনত্ব ও দৃঢ়ত্বের পক্ষে যথেষ্ট হইবে।

যাহাহউক, চারিদিক্ হইতে ন্যায়শাস্ত্রের উপর এইরূপ নানাপ্রকার বিদ্রূপবাক্যবাণ স্মরণাতীত কাল হইতে বর্ষিত হইলেও ন্যায়শাস্ত্র কিন্তু, নিজ মহত্ত্বের দৃঢ়ভিত্তির উপর এমনিই সুপ্রতিষ্ঠিত ও এমনিই নিজ গৌরবের সমুজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত, যে তাহার আশ্রয়গ্রহণ না করিলে সংস্কৃতভাষাসমুদ্রে প্রবেশপূর্ব্বক অমূল্যরত্নরাজির সংগ্রহ একান্ত দুর্ঘট হইয়া থাকে। সংস্কৃতসাহিত্য, সংস্কৃতদর্শন, সংস্কৃত জ্যোতিষ ও সংস্কৃত নীতিশাস্ত্রের প্রকৃত রহস্য হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে ন্যায়শাস্ত্রের পরিভাষা গুলির যথাযথ অর্থবোধ একান্ত আবশ্যক। ইহা সংস্কৃতভাষাভিজ্ঞ কোন ব্যক্তিই অস্বীকার করিতে পারেন না।

ন্যায়শাস্ত্রজ্ঞান যাঁহার নাই, তিনি বৈয়াকরণ হইতে পারেন না, বৈদান্তিক হইতে পারেন না, সাংখ্যশাস্ত্রের গভীরার্থ বুঝিতে তিনি

অসমর্থ, অলঙ্কার শাস্ত্রে তাঁহার প্রবেশাধিকার নাই, মীমাংসাশাস্ত্রের সূক্ষ্মবিচারে তিনি একান্ত কুণ্ঠিত, সুতরাং স্মৃতিশাস্ত্রেও তাঁহার সম্যগ্ ব্যুৎপত্তিলাভের সম্ভাবনা নাই। এক কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয়—যিনি নৈয়ায়িক নহেন, তিনি সংস্কৃত ভাষার প্রগাঢ়ভাবে ব্যুৎপত্তি-লাভ করিতেই পারেন না। এই কারণে ন্যায়শাস্ত্র সংস্কৃতভাষায় প্রকৃত ব্যুৎপত্তিলাভের জন্য যে একান্ত আবশ্যক, তাহা অভিজ্ঞ ব্যক্তি-মাত্রকেই স্বীকার করিতেই হইবে।

যাহাহউক, কেন যে সংস্কৃতভাষা এত ন্যায়শাস্ত্র মুখাপেক্ষিণী হইয়াছে, সে বিষয়েও একটু প্রণিধান করা আবশ্যক।

ন্যায়শাস্ত্র কাহাকে বলে? যে শাস্ত্রের দ্বারা জ্ঞানের যাথার্থ্য বা অযাথার্থ্য বুঝিতে পারা যায়, তাহাই ন্যায়শাস্ত্র; অর্থাৎ প্রমাণ কাহাকে বলে, কিরূপ অবস্থায় আমাদের যথার্থ-জ্ঞান হইতে পারে, কিরূপ দোষ থাকিলে যথার্থ জ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারেনা, কেমন করিয়া জ্ঞানের প্রামাণ্য বা অপ্রামাণ্য বুঝিতে পারা যায়, এই সকল প্রত্যেক শাস্ত্রের একান্ত অপেক্ষণীয় বিষয়গুলি যে শাস্ত্রে প্রধানভাবে বিচারিত ও ব্যবস্থাপিত হইয়াছে, তাহাই ন্যায়শাস্ত্র। এক কথায় যে তত্ত্বের নির্ণয় ব্যতিরেকে কোন শাস্ত্রেই প্রবেশলাভ করিতে পারা যায় না, সেই জ্ঞানপ্রামাণ্যতত্ত্বের নির্ণয় যে শাস্ত্রের দ্বারা হয়, সেই শাস্ত্রই ন্যায়শাস্ত্র। এই জ্ঞানপ্রামাণ্যের তত্ত্বনির্ণয় করিতে হইলে, যে সকল প্রমাণ ও যুক্তির সহিত পরিচয় একান্ত আবশ্যক, তাহা প্রধানভাবে কেবল ন্যায়শাস্ত্রেই আলোচিত হইয়াছে বলিয়া ন্যায়শাস্ত্রের অত্যাবশ্যক পরিভাষা গুলির যথাযথ অর্থ না জানিতে পারিলে কোন শাস্ত্রের প্রমেয়ই ভাল করিয়া বুঝিবার সম্ভাবনা থাকে না। যদিও পূর্ব্বমীমাংসাশাস্ত্রে এই সকল বিষয়ের বিচার দেখিতে

পাওয়া যায়, কিন্তু ঐ সকল বিষয়ের আলোচনা পূর্ব্বমীমাংসার মুখ্য উদ্দেশ্য নহে, সমগ্র বেদের বাক্যবিভাগ ও বাক্যার্থনির্ণয়ই পূর্ব্বমীমাংসার প্রধানতম উদ্দেশ্য, এবং সেই নির্ণয়ের অনুকূল বলিয়া ঐ সকল বিষয় পূর্ব্বমীমাংসাশাস্ত্রে গৌণভাবে আলোচিত হইয়াছে মাত্র। যতদিন বঙ্গীয় প্রতিভার অমৃতময় ফলস্বরূপ নব্যন্যায়শাস্ত্র ভারতীয় দার্শনিকগণে পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় উদিত হয় নাই, ততদিন পর্য্যন্ত পূর্ব্বমীমাংসার সাহায্যেই ভারতীয় দার্শনিকগণ—এই সকল তত্ত্ব বুঝিয়া পূর্ব্বমীমাংসান্তর্গত পরিভাষার সাহায্যে দর্শনশাস্ত্রে ঐ সকল বিষয়ের বিচারের অবতারণা করিতেন। কিন্তু কালবশতঃ বৈদিক ক্রিয়াগুলির এবং বেদের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনের হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে মীমাংসাশাস্ত্রের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা ক্রমেই অনাবশ্যকপ্রায় হইতে লাগিল, এই কারণে প্রমাণতত্ত্বের নিরূপণের জন্য কেবল প্রমাণতত্ত্বসংক্রান্ত শাস্ত্রের ঐকান্তিক আবশ্যকতা বিদ্বৎসমাজে উপলব্ধ হইতে লাগিল। এই অভাব পূরণ করিবার জন্যই নব্যন্যায় জন্মগ্রহণ করিয়াছে। সেই নব্যন্যায়শাস্ত্র বাঙ্গালী জাতির গৌরবভূত যে কয়জন মহামনস্বীর হস্তে পড়িয়া অসীম শক্তি সঞ্চয় করিয়াছিল এবং সেই শক্তির সাহায্যে প্রমাণতত্ত্বনির্ণয়রাজ্যে পূর্ব্বমীমাংসাশাস্ত্রকে ও তাহার চিরন্তন সিংহাসন হইতে সরাইয়া স্বয়ং অতিব্যাপকভাবে তাহাতে গর্ব্বের সহিত উপবেশন করিতে সমর্থ হইয়াছিল, তাঁহাদের মধ্যে তার্কিকশিরোমণি রঘুনাথ শিরোমণির নামই সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য।

রঘুনাথ শিরোমণির দীধিতিপ্রকাশের সময় হইতে সংস্কৃতভাষাবিদ্গণের মধ্যে বাঙ্গলার নব্যন্যায়ের প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বেদান্তশাস্ত্রের, মীমাংসাশাস্ত্রের এবং ব্যাকরণশাস্ত্রের গ্রন্থকারগণ এই নব্যন্যায়ের নূতন আলোকে জটিল পদার্থসমূহের সূক্ষ্মতত্ত্বসমূহ আবিষ্কার

করিয়া নব্যন্যায়ের নবাবিষ্কৃত পরিভাষাসমূহের দ্বারা নিজ নিজ সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিবার জন্য রাশি রাশি প্রকরণগ্রন্থ লিখিতে আরম্ভ করিলেন, এবং অচিরকালের মধ্যে নব্যন্যায়ের প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত সেই সকল গ্রন্থের এত অধিক আদর হইতে লাগিল যে ক্রমে, কি বৈদান্তিক, কি মীমাংসক, কি বৈয়াকরণ, কি স্মার্ত্ত ও কি আলঙ্কারিক সকলকেই বাধ্য হইয়া প্রযত্নসহকারে ঐ সকল নব্যন্যায়ভাষাবহুল প্রকরণগ্রন্থগুলি বুঝিবার জন্য নব্যন্যায়শাস্ত্রের অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইতে হইল। বেদান্তশাস্ত্রের অত্যাবশ্যক প্রকরণগ্রন্থ—অদ্বৈতসিদ্ধি, চিৎসুখী, সিদ্ধান্তলেশ, বেদান্তপরিভাষা, অদ্বৈতব্রহ্মসিদ্ধি ; সাংখ্যদর্শনের প্রবচনভাষ্য ; পাণিনিব্যাকরণের মনোরমা, শব্দেন্দুশেখর, পরিভাষেন্দুশেখর ; মীমাংসার ন্যায়প্রকাশ ও ন্যায়সুধাপ্রভৃতি গ্রন্থগুলি প্রায় নব্যন্যায়ের ভাষাতেই রচিত হওয়ায় ঐসকল গ্রন্থের নিগূঢ় রহস্য বুঝিবার জন্য নব্যন্যায়ের পরিভাষাবোধ একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িল, এইভাবে সমগ্র শাস্ত্রের উপর নব্যন্যায়ের প্রভাব অল্পকালের মধ্যেই ছড়াইয়া পড়িল। ফলে ইহাই দাঁড়াইল যে, যিনি নৈয়ায়িক নহেন, তিনি কোন শাস্ত্রেরই অধ্যাপক হইবার যোগ্য রহিলেন না। এই রূপে বাঙ্গালী রঘুনাথ শিরোমণির অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও মনীষার অসামান্যশক্তি সমগ্র শাস্ত্রকেই অধীন করিয়া তুলিল, নবদ্বীপের বিদ্যাপীঠের অমলকীর্ত্তিপ্রভায় সমগ্রভারতের বিদ্যাপীঠসমূহ আলোকিত হইল।

রঘুনাথ শিরোমণির পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া যে সকল বঙ্গজননীর কৃতীসন্তান নব্যন্যায়ের বিস্তারার্থ লেখনীধারণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে জগদীশ তর্কালঙ্কার, মথুরানাথ তর্কবাগীশ ও গদাধর ভট্টাচার্য্য এই তিন জন মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সমগ্রভারতের সকল পণ্ডিতগণের মধ্যে ইহাঁদের নাম সমভাবে পরি-

চিত। ইহাঁদের গ্রন্থ অধ্যয়ন না করিলে কেহই কোন শাস্ত্রের প্রবীণ অধ্যাপকের সমুন্নত আসনে উপবেশন করিতে অধিকারী হন্ না। কিন্তু তন্মধ্যে আবার জগদীশ তর্কালঙ্কারের নাম বিশেষ উল্লেখ্য ; কারণ নব্যন্যায়শাস্ত্রে প্রবেশার্থী ব্যক্তিগণের জন্য উক্ত তিনজন পণ্ডিতের মধ্যে তিনিই একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছেন, এবং তাহারই পরিচয় দিবার জন্য এই ভূমিকার অবতারণা।

জগদীশ তর্কালঙ্কার ঠিক্ কোন্ সময়ে বঙ্গদেশের কোন্ প্রদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা এখনও নিশ্চিতরূপে জানিতে পারা যায় নাই,কিন্তু, তিনি যে নবদ্বীপে অধ্যাপনা করিতেন ও নবদ্বীপেই অধ্যাপনা-কালে যে তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্যের ফলস্বরূপ দীধিতিটীকা ও শব্দ-শক্তিপ্রকাশিকাপ্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন, তাহা সর্ব্বজনপ্রসিদ্ধ। খুব সম্ভব তিনি খ্রীষ্টিয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে নবদ্বীপে বিরাজমান ছিলেন, যেহেতু এখনও তাঁহার অষ্টম পুরুষ বর্ত্তমান রহিয়াছেন। লোকপ্রবাদ এই যে, গদাধর ভট্টাচার্য্য যখন নবদ্বীপে অধ্যাপনা করিতে আরম্ভ করেন, তখন তিনি অতিবৃদ্ধ জগদীশ তর্কালঙ্কারের পাদবন্দনা পূর্ব্বক অনুজ্ঞাগ্রহণ করিয়া উক্ত কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন। এখনও নবদ্বীপে জগদীশের ভিটা বলিয়া একটী স্থান দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণ লোকের মধ্যে প্রসিদ্ধি এই যে, ঐ স্থানেই জগদীশের অধ্যাপনা-স্থান ছিল। জগদীশ বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন। ইহাই হইল তাঁহার সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

যাহাহউক তর্কামৃত নামে তিনি যে গ্রন্থ খানি রচনা করিয়াছেন, তাহাই অদ্য বঙ্গানুবাদের সহিত নব্যন্যায়তত্ত্বানুসন্ধিৎসু বঙ্গীয় পাঠক গণের জন্য প্রকাশিত হইতেছে। এই গ্রন্থ খানিতে অতি সংক্ষেপে এবং অতি সরলভাবে নব্যন্যায়ের অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয়গুলি সন্নিবেশিত ও

বিবৃত হইয়াছে। এই ভাবের এমন সুন্দর গ্রন্থ সংস্কৃতভাষায় আর এক খানিও নাই বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। মোটের উপর নব্যন্যায়ের সপ্তপদার্থ, অর্থাৎ দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায়, ও অভাবই এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য। এই কয়েকটী পদার্থের লক্ষণ, ইহাদের অবান্তর বিভাগ এবং যুক্তি ও প্রমাণদ্বারা ইহাদের বিশ্লেষণ করিতে যাইয়া গ্রন্থকার স্বীয় অসাধারণ পাণ্ডিত্যপূর্ণ কৌশলের যেরূপ প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহাতে অতি অল্প পরিশ্রমে অধ্যাপকের বিশেষ সাহায্য ব্যতিরেকে, অল্প সময়ের মধ্যেই অতি কঠিন নব্যন্যায়শাস্ত্রে অলসব্যক্তিরও অনায়াসে প্রবেশের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়া তিনি বিদ্যার্থিগণের পক্ষে প্রভূত-উপকার সাধন করিয়াছেন। নব্যন্যায় শাস্ত্রের প্রচার দিন দিন আমাদের বিরল হইয়া পড়িতেছে, প্রাচীন পদ্ধতি অনুসারে চতুষ্পাঠীর শিক্ষা প্রণালীর প্রতি বঙ্গের শিক্ষিত ও ধনিকুলের শ্রদ্ধার অভাবই ইহার মুখ্য কারণ, অথচ নব্যন্যায়ের রক্ষা ব্যতিরেকে সংস্কৃত ভাষারূপ অমূল্য রত্নরাজিপূর্ণ ভাণ্ডারের প্রবেশদ্বারকে উদ্‌ঘাটিত রাখিবার অন্য উপায় পরিদৃষ্ট হইতেছে না। এই সঙ্কটকালে সরলভাবে বঙ্গভাষায় তর্কামৃতের ন্যায় সারগর্ভ সংক্ষিপ্ত পুস্তকের বিশাদ অনুবাদ যে একান্ত অপেক্ষণীয়, তাহা কে অস্বীকার করিবে? এই প্রকার অনুবাদগ্রন্থদ্বারা সংস্কৃত ভাষানভিজ্ঞ ব্যক্তিগণই যে কেবল উপকৃত হইবেন্ তাহা নহে, নব্যন্যায়শাস্ত্রে প্রবেশার্থী টোলের ছাত্রগণও ইহাদ্বারা যে যথেষ্ট উপকার লাভ করিবেন্, তাহাতে সন্দেহ নাই। বড়ই আনন্দের বিষয় এই গ্রন্থের অনুবাদকার্য্যের ভার উপযুক্ত সময়ে যোগ্য ব্যক্তিই গ্রহণ করিয়াছেন। পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ বঙ্গের দার্শনিক সাহিত্যসেবিগণের নিকট সুপরিচিত। তিনি বাঙ্গালী পাঠককে নব্যন্যায়শাস্ত্রের রসাস্বাদন করাইবার জন্য যে প্রভূত শ্রম ও ক্ষতি স্বীকার করিয়াছেন, তৎকৃত

ব্যাপ্তিপঞ্চকের বঙ্গানুবাদ তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয় দিতেছে। সরলভাবে নব্যন্যায় বুঝাইবার যে নবীন প্রণালীর উদ্ভাবনা করিয়া তিনি ব্যাপ্তি-পঞ্চকের বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ নবীন ও অসাধারণ, আশা করি তাঁহার ব্যাপ্তিপঞ্চকের বঙ্গানুবাদের ন্যায় এই তর্কামৃতের বঙ্গানু-বাদও বঙ্গীয় দার্শনিকসাহিত্যভাণ্ডারে চিরদিন অত্যুজ্জ্বল রত্নরূপে বিরাজ-মান হইবে। সংস্কৃত ভাষানভিজ্ঞ বাঙ্গালীপাঠককে ভাল করিয়া ন্যায়শাস্ত্র বুঝাইবার জন্য এই তর্কামৃতের ব্যাখ্যানরূপে তিনি ন্যায়প্রবেশ নামক এক খানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তর্কামৃতের প্রকাশের পরেই তাহার প্রকাশ হইবার কথা। এই ভাবে নব্য ন্যায়ের তত্ত্বগুলি বঙ্গভাষায় গ্রথিত করিবার জন্য তাঁহার অসাধারণ অধ্যবসায় ও অক্লান্ত পরিশ্রম দেখিয়া বাস্তবিকই বিস্মিত হইতে হয়। ভগবান্ কল্যাণভাজন পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষকে নীরোগ ও দীর্ঘজীবী করুণ। বাঙ্গলার দার্শনিক সাহিত্যের এই শৈশবাবস্থায় তাঁহার ন্যায় ভারতীসেবকের অকপট সাহায্য যে ঐকান্তিক হিতকর ও অত্যাবশ্যক, তাহাতে সন্দেহ নাই।

কলিকাতা
সংস্কৃত কলেজ।
৩রা পৌষ ১৩২৫ সাল।

শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ

সূচিপত্র

ন্যায়প্রবেশ

মহামহোপাধ্যায় শ্রীজগদীশ তর্কালঙ্কার

তর্কামৃত।

মঙ্গলাচরণ।

সকলের পূজনীয় এবং সর্ব্বদা অভীষ্টপ্রদ যে ব্রহ্মাদিদেবতাগণ, তাঁহারা অজ্ঞাননাশের জন্য যাঁহাতে সমস্ত মনোবৃত্তি স্থাপন করিয়া থাকেন, ভবভয়ধ্বংসের একমাত্র উৎকৃষ্টকারণস্বরূপ সেই নিরুপম শ্রীবিষ্ণুর পাদপদ্মকে হৃৎপদ্মে স্থাপন করিয়া তর্কামৃত রচনা করিতেছি। ১

উপোদঘাত।

শ্রুতিতে আছে—"আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ" * ; অর্থাৎ "অরে! আত্মাই, দ্রষ্টব্য, শ্রোতব্য, মন্তব্য এবং নিদিধ্যাসিতব্য" ইত্যাদি।

ব্রহ্মাদ্যা নিখিলার্চিতাস্ত্রিদশসন্দোহাঃ সদাভীষ্টদাঃ
অজ্ঞানপ্রশমায় যত্র মনসো বৃত্তিং সমস্তাং দধুঃ।
শ্রীবিষ্ণোশ্চরণাম্বুজং ভবভয়ধ্বংসৈকবীজং পরং
হৃৎপদ্মে বিনিধায় তন্নিরুপমস্তর্কামৃতং তন্যতে॥ ১

অথ শ্রুতিঃ শ্রূয়তে,—"আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ"ইতি। অস্যার্থঃ—মুমুক্ষুণা আত্মা দ্রষ্টব্যঃ, মুমুক্ষোঃ আত্ম-

---

* বৃহদারণ্যকোপনিষৎ। ৪.৫.৬

ইহার তাৎপর্য্য—("অরে মৈত্রেয়ি!) মুমুক্ষুব্যক্তি আত্মাকে দেখিবে, অর্থাৎ মুমুক্ষুর পক্ষে আত্মদর্শনই ইষ্টসাধন।"

সেই আত্মদর্শনের উপায় কি, তাহাই বলিবার জন্য বলা হইয়াছে—"শ্রোতব্যঃ" ইত্যাদি। অর্থাৎ ইহার উপায়—শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন। যদি বলা হয়—উক্ত শ্রুতিতে অগ্রে "দ্রষ্টব্য" পরে "শ্রোতব্য" থাকায় শব্দক্রম উপেক্ষা করিয়া দর্শনকেই শ্রবণের উপায় না বলিয়া আর্থক্রম গ্রহণ করিয়া যে শ্রবণকে দর্শনের উপায় বলা হইতেছে, তাহা কোন্ প্রমাণবলে বলা হইতেছে?

ইহার উত্তর এই যে, যেখানে কার্য্যকারণভাবরূপ সম্বন্ধ আছে, সেখানে বেদের মধ্যেও এরূপ করা হয়। যেহেতু, বেদের "অগ্নিহোত্র যাগ করিবে, যবাগূ পাক করিবে" এই স্থলে শব্দক্রমানুসারে অগ্নিহোত্রযাগের বিধানের পর যবাগূপাকের কথা থাকিলেও এস্থলে বেদোক্ত যে শব্দলভ্য ক্রম, সেই ক্রমকে পরিত্যাগ করিয়া উক্ত বেদবাক্যের অর্থলভ্য ক্রমকে অবলম্বনপূর্ব্বক যেমন এই বেদবাক্যে যবাগূপাকের বিধান পূর্ব্বে করা হইতেছে, এবং অগ্নিহোত্রযাগের বিধান তাহার পরে করা হইয়াছে—এইরূপই অর্থ করা হয়, তদ্রূপ উক্ত শ্রুতিতেও 'দ্রষ্টব্য' পদদ্বারা আত্ম-

দর্শনম্ ইষ্টসাধনমিতি যাবৎ। আত্মদর্শনোপায়ঃ ক ইতি অত্রাহ—"শ্রোতব্যঃ" ইত্যাদি; তেন আর্থক্রমেণ শব্দক্রমঃ ত্যক্তো ভবতি, "অগ্নিহোত্রং জুহোতি যবাগূং পচতি" ইত্যাদিবৎ। তথা চ শ্রবণমননিদিধ্যাসনানি তত্ত্বজ্ঞানজনকানি ইত্যুক্তং ভবতি। অত্র শ্রুতিতঃ কৃতাত্মশ্রবণস্য

দর্শন প্রথমে এবং শ্রোতব্যাদি বাক্যের দ্বারা বেদশ্রবণ পরে কথিত হইলেও এ স্থলের শব্দক্রমকে পরিত্যাগ করিয়া আর্থক্রমকে অবলম্বনপূর্ব্বক আত্মদর্শনের পূর্ব্বে বেদশ্রবণ করিতে বলা হইয়াছে—এইরূপই বুঝিতে হইবে। সুতরাং উক্ত "শ্রোতব্য"ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে বলা হইল যে, শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন—ইহারা তত্ত্বজ্ঞানের জনক।

ইহার অভিপ্রায় এই যে, যিনি বেদাধ্যয়নদ্বারা আত্মবিষয়ক শ্রবণ করিয়াছেন, তাঁহার মননে অধিকার হয়। আর এই মননটী (আত্মাকে পক্ষ করিয়া ইতরভেদকে সাধ্য করিয়া এবং আত্মত্ববত্ত্বকে হেতু করিয়া এবং ঘটাদিকে ব্যতীরেকী দৃষ্টান্ত করিয়া) আত্মার ইতরভিন্নত্বের অনুমান ভিন্ন আর কিছুই নহে। (তাহা আবার সাধ্য যে ইতরভেদ, সেই ইতরভেদের) প্রতিযোগী যে 'ইতর', সেই ইতরের জ্ঞানজন্য হইয়া থাকে। যেহেতু অভাবজ্ঞানের প্রতি প্রতিযোগীর জ্ঞান কারণ হয় ; সুতরাং সেই ইতরগুলি কি, তাহাই নিরূপণ করিবার জন্য পদার্থনিরূপণ করা আবশ্যক হয়। ২

মননে অধিকারঃ, মননং চ আত্মন ইতরভিন্নত্বেন অনুমানম্, তচ্চ ভেদপ্রতিযোগীতরজ্ঞানসাধ্যম্। তথা চ ইতরৎ এব কিয়ৎ ইতি এতদর্থং পদার্থনিরূপণম্। ২

টিপ্পনী—ইতর শব্দের অর্থ অন্য। প্রতিযোগী শব্দের অর্থ যাহার অভাব তাহা। পক্ষ ও সাধ্য কাহাকে বলে, তাহা ১২ পৃষ্ঠায় সংক্ষেপে বলা হইয়াছে এবং পরে বিস্তৃত বিস্তৃত ভাবে কথিত হইবে।

প্রথম পরিচ্ছেদ—বিষয়কাণ্ড।

পদার্থ নিরূপণ।

সংক্ষেপতঃ পদার্থ দ্বিবিধ, যথা—ভাব ও অভাব। তন্মধ্যে—

ভাবপদার্থ ছয় প্রকার, যথা—দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমাবায়। তন্মধ্যে—

দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্মের ধর্ম্ম যে দ্রব্যত্ব, গুণত্ব ও কর্ম্মত্ব, তাহারা সামান্য অর্থাৎ জাতি, এবং সামান্য, বিশেষ ও সমবায়ের ধর্ম্ম যে সামান্যত্ব, বিশেষত্ব এবং সমবায়ত্ব, তাহাদিগকে উপাধি অর্থাৎ ভেদক ধর্ম্ম বলা হয়। তাহারা জাতি নহে। এই জাতি কাহাকে বলে, তাহা পরে বলা যাইতেছে।

প্রথমপদার্থ-দ্রব্য-নিরূপণ।

দ্রব্য নয় প্রকার, যথা—পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, কাল, দিক্, আত্মা (জীবাত্মা ও পরমাত্মা) ও মন। তন্মধ্যে—

পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, আত্মা ও মনের ধর্ম্ম যে পৃথিবীত্ব, জলত্ব, তেজস্ত্ব, বায়ুত্ব, আত্মত্ব ও মনস্ত্ব, তাহারা সামান্য অর্থাৎ জাতি, এবং আকাশ, কাল ও দিকের ধর্ম্ম যে আকাশত্ব, কালত্ব ও দিক্ত্ব, তাহারা উপাধি। ৩। উক্ত নয় প্রকার দ্রব্যের মধ্যে—

সংক্ষেপতঃ পদার্থো দ্বিবিধঃ—ভাবোঽভাবশ্চ ; ভাবঃ ষড়্বিধঃ,—দ্রব্য-গুণ-কর্ম্ম-সামান্য-বিশেষ-সমবায়ভেদাৎ। তত্র দ্রব্যত্ব-গুণত্ব-কর্ম্মত্বানি জাতয়ঃ সমান্যত্বাদীনি উপাধয়ঃ। দ্রব্যাণি নব,—পৃথিব্যপ্তেজোবাय্বা-কাশ-কাল-দিগাত্ম-মনাংসি। আকাশত্ব-কালত্ব-দিক্ত্বানি উপাধয়ঃ, অন্যানি জাতয়ঃ। ৩

পৃথিবীর গুণ চতুর্দ্দশটী, যথা—১ রূপ, ২ রস, ৩ গন্ধ, ৪ স্পর্শ, ৫ সংখ্যা, ৬ পরিমাণ, ৭ পৃথক্ত্ব, ৮ সংযোগ, ৯ বিভাগ, ১০ পরত্ব, ১১ অপরত্ব, ১২ গুরুত্ব, ১৩ দ্রবত্ব ও ১৪ সংস্কার। (গুণ সর্ব্বশুদ্ধ ২৪টী ; ইহাদের পরিচয় ১৭ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইবে।)

জলের গুণও উক্ত চতুর্দ্দশটী, তবে উহাদের মধ্য হইতে গন্ধকে ত্যাগ করিতে হইবে, এবং স্নেহকে গ্রহণ করিতে হইবে।

তেজের গুণ একাদশটী, যথা—১ রূপ, ২ স্পর্শ, ৩ সংখ্যা, ৪ পরিমাণ, ৫ পৃথক্ত্ব, ৬ সংযোগ, ৭ বিভাগ, ৮ পরত্ব, ৯ অপরত্ব, ১০ দ্রব্যত্ব ও ১১ সংস্কার।

বায়ুর গুণ নয়টী, যথা—১ স্পর্শ, ২ সংখ্যা, ৩ পরিমাণ, ৪ পৃথক্ত্ব, ৫ সংযোগ, ৬ বিভাগ, ৭ পরত্ব, ৮ অপরত্ব, ও ৯ সংস্কার।

আকাশের গুণ ছয়টী, যথা—১ শব্দ, ২ সংখ্যা, ৩ পরিমাণ, ৪ পৃথক্ত্ব, ৫ সংযোগ, ও ৬ বিভাগ।

কালের গুণ পাঁচটী, যথা—১ সংখ্যা, ২ পরিমাণ, ৩ পৃথক্ত্ব, ৪ সংযোগ ও ৫ বিভাগ।

তত্র রূপরসগন্ধস্পর্শসংখ্যাপরিমাণপৃথক্ত্বসংযোগবিভাগপরত্বাপরত্ব-গুরুত্বদ্রবত্বসংস্কারাশ্চতুর্দ্দশ গুণাঃ পৃথিব্যাম্। তত্রৈব গন্ধং বিহায় স্নেহং বিনিয়োজ্য চতুর্দ্দশ গুণাঃ জলস্য। রূপস্পর্শসংখ্যাপরিমাণপৃথক্ত্ব-সংযোগবিভাগপরত্বাপরত্বদ্রবত্বসংস্কারা একাদশ গুণাঃ তেজসঃ। স্পর্শ-সংখ্যাপরিমাণপৃথক্ত্বসংযোগবিভাগপরত্বাপরত্বসংস্কারা নব গুণা বায়োঃ। শব্দসংখ্যাপরিমাণপৃথক্ত্বসংযোগবিভাগাঃ ষড়্ গুণা আকাশস্য। সংখ্যা-পরিমাণপৃথক্ত্বসংযোগবিভাগাঃ পঞ্চ গুণাঃ কালদিশোঃ। সংখ্যাপরি-

দিকের গুণও ঐ পাঁচটী।

আত্মার (অর্থাৎ জীবাত্মার) গুণ চতুর্দ্দশটী, যথা—১ সংখ্যা, ২ পরিমাণ, ৩ পৃথক্ত্ব, ৪ সংযোগ, ৫ বিভাগ, ৬ বুদ্ধি (অর্থাৎ (জ্ঞান), ৭ সুখ, ৮ দুঃখ, ৯ ইচ্ছা, ১০ দ্বেষ, ১১ প্রযত্ন, (কৃতি), ১২ ধর্ম্ম, ১৩ অধর্ম্ম, ও ১৪ সংস্কার।

মনের গুণ আটটী, যথা—১ সংখ্যা, ২ পরিমাণ, ৩ পৃথক্ত্ব, ৪ সংযোগ, ৫ বিভাগ, ৬ পরত্ব, ৭ অপরত্ব, ও ৮ সংস্কার।

ঈশ্বরের (অর্থাৎ পরমাত্মার) গুণ আটটী, যথা—১ বুদ্ধি বা জ্ঞান, ২ ইচ্ছা, ৩ কৃতি, ৪ সংখ্যা, ৫ পরিমাণ, ৬ পৃথক্ত্ব, ৭ সংযোগ, ও ৮ বিভাগ। [আত্মা দ্বিবিধ, জীবাত্মা ও পরমাত্মা।]

এই গুণবিভাগের প্রমাণ-স্বরূপ একটী শ্লোক আছে, যথা—

"বায়োর্নবৈকাদশতেজসো গুণাঃ, জল-ক্ষিতি-প্রাণভৃতাং চতুর্দ্দশ।
দিক্কালয়োঃ পঞ্চ, ষড়েব চাম্বরে, মহেশ্বরেঽষ্টৌ মনসস্তথৈব চ॥"

অর্থাৎ বায়ুর নয়টী; তেজের একাদশটী; জল, ক্ষিতি ও জীবাত্মার চতুর্দ্দশটী; দিক্ ও কালের পাঁচটী; আকাশের ছয়টী; আর পরমাত্মা ও মনের আট আটটী গুণ আছে। ৪

মাণপৃথক্ত্বসংযোগবিভাগবুদ্ধিসুখদুঃখেচ্ছাদ্বেষপ্রযত্নধর্মাধর্মসংস্কারাঃ চতুর্দ্দশগুণা আত্মনঃ। সংখ্যাপরিমাণপৃথক্ত্বসংযোগবিভাগপরত্বাপরত্বসংস্কারা অষ্টৌ গুণা মনসঃ। জ্ঞানেচ্ছাকৃতিসংখ্যাদিপঞ্চকম্—অষ্টৌ গুণা ঈশ্বরস্য। তথা চ,—

বায়োর্নবৈকাদশ তেজসো গুণাঃ, জলক্ষিতিপ্রাণভৃতাং চতুর্দ্দশ।
দিক্কালয়োঃ পঞ্চ ষড়েব চাম্বরে মহেশ্বরেঽষ্টৌ মনসস্তথৈব চ॥ ৪

উক্ত নয় প্রকার দ্রব্যের মধ্যে পৃথিবী, জল, তেজ ও বায়ু ইহারা দ্বিবিধ, যথা—পরমাণুরূপ আর সাবয়ব; এবং আকাশ, কাল, আত্মা ও দিক্—ইহারা বিভুরূপ। মন পরমাণুরূপ। তন্মধ্যে—

যাহারা সাবয়ব তাহারা অনিত্য, এবং যাহারা পরমাণু বা বিভুরূপ তাহারা নিত্য।

সাবয়বদ্রব্যও আবার ত্রিবিধ, যথা—শরীর, ইন্দ্রিয় ও বিষয়রূপ। তন্মধ্যে—

পার্থিব শরীর, যথা—মানুষশরীর, ইহা মর্ত্তালোকে প্রসিদ্ধ; জলীয় শরীর বরুণলোকে প্রসিদ্ধ; তৈজস শরীর আদিত্যলোকে থাকে, এবং বায়বীয় শরীর বায়ুলোকে আছে। আকাশাদি চতুষ্টয় কিংবা পরমাণু ইহারা সাবয়ব নহে বলিয়া ইহাদের শরীর নাই, অর্থাৎ ইহার উক্ত ত্রিবিধরূপতা নাই।

পার্থিব ইন্দ্রিয়—ঘ্রাণ; জলীয় ইন্দ্রিয়—রসনা: তৈজস ইন্দ্রিয় চক্ষু, বায়বীয় ইন্দ্রিয়—ত্বক্, (আকাশ নিরবয়ব হইলেও) আকাশীয় ইন্দ্রিয় শ্রোত্র; ইহা কর্ণগহ্বরদ্বারা অবচ্ছিন্ন আকাশ-

---

তত্র পৃথিবীজলতেজোবায়বো দ্বিবিধাঃ,—পরমাণবঃ সাবয়বাশ্চ। আকাশকালাত্মদিশো বিভুরূপাঃ। মনঃ পরমাণুরূপম্। তত্র সাবয়বা অনিত্যাঃ, ইতরাণি নিত্যানি; সাবয়বা অপি ত্রিবিধাঃ—শরীরেন্দ্রিয়বিষয়ভেদাৎ। মানুষং শরীরং পার্থিবম্, জলীয়ং শরীরং বরুণলোকে প্রসিদ্ধম্, তৈজসং শরীরম্ আদিত্যলোকে, বায়বীয়ং শরীরং বায়ুলোকে। ঘ্রাণেন্দ্রিয়ং পার্থিবং, রসনেন্দ্রিয়ং জলীয়ং, চক্ষুরিন্দ্রিয়ং তৈজসং ত্বগিন্দ্রিয়ং

বিশেষ। এই পাঁচটী ইন্দ্রিয়কে বহিরিন্দ্রিয় বলা হয়, মনকে অন্তরিন্দ্রিয় বলা হয়। এইরূপে ইন্দ্রিয় হইল সর্ব্বশুদ্ধ ছয়টী।

বিষয়গুলি শব্দাদিরূপে প্রসিদ্ধ। [অথবা, পার্থিব বিষয়—দ্ব্যণুকাদি ব্রহ্মাণ্ড পর্য্যন্ত। জলীয় বিষয়—সাগর ও করকাদি। তৈজস বিষয়—বহ্নি ও সুবর্ণাদি। বায়ব বিষয়—প্রাণাদি মহাবায়ু পর্য্যন্ত। আকাশের বিষয়—নাই। (ভাঃ পঃ)।]

আত্মা দ্বিবিধ, যথা—জীবাত্মা এবং পরমাত্মা। তন্মধ্যে জীবাত্মাগুলি প্রতিশরীরে বিভিন্ন এবং বন্ধমোক্ষের যোগ্য, কিন্তু যিনি পরমাত্মা, তিনি ঈশ্বর। ৫

অপ্রত্যক্ষ দ্রব্য, যথা—পরমাণু, দ্ব্যণুক, বায়ু, আকাশ, কাল, দিক্ ও মন।

প্রত্যক্ষ দ্রব্য, যথা,—আত্মা এবং মহত্ত্ব ও উদ্ভূতরূপবিশিষ্ট পৃথিবী, জল ও তেজ। এই পৃথিবী, জল ও তেজ ত্রসরেণু হইতে ঘটপটাদি যাবদ্ বস্তু ; তন্মধ্যে আত্মার যে প্রত্যক্ষ, তাহা মানসপ্রত্যক্ষ এবং তদ্ভিন্নের যে প্রত্যক্ষ, তাহা বহিরিন্দ্রিয়-জন্য লৌকিক-প্রত্যক্ষ।]

বায়বীয়ং, শ্রোত্রেন্দ্রিয়ং কর্ণশষ্কুল্যবচ্ছিন্ননভঃপ্রদেশঃ, এতানি পঞ্চ বহিরিন্দ্রিয়াণি, মনোঽন্তরিন্দ্রিয়ং, তেন ষড়িন্দ্রিয়াণি। বিষয়াশ্চ শব্দাদিরূপেণ প্রসিদ্ধাঃ। আত্মা দ্বিবিধঃ—জীবাত্মা পরমাত্মা চ ; তত্র জীবাত্মানঃ প্রতিশরীরং ভিন্নাঃ বন্ধমোক্ষযোগ্যাঃ, পরমাত্মা ঈশ্বরঃ। ৫

অথ প্রত্যক্ষাপ্রত্যক্ষদ্রব্যাণি,—পরমাণুদ্ব্যণুকে অপ্রত্যক্ষে, মহত্ত্বভূতরূপবত্ত্বং যত্র, তানি পৃথিবীজলতেজাংসি প্রত্যক্ষাণি, আত্মা চ প্রত্যক্ষঃ।

বহির্দ্রব্য-প্রত্যক্ষের প্রতি মহত্ত্ব এবং উদ্ভূতরূপকে কারণ বলিয়া বুঝিতে হইবে। ৬

দ্রব্যোৎপত্তির প্রক্রিয়া যথা ;—প্রথমতঃ জানিতে হইবে, যাহা কারণ-বিশিষ্ট তাহারই উৎপত্তি হয়। যাহার কারণ নাই, তাহার উৎপত্তি নাই। যেমন ঘটের কারণ আছে, তাই তাহার উৎপত্তিও আছে এবং পরমাণুর কারণ নাই, তাই তাহার উৎপত্তিও নাই বলা হয়।

(কারণের নির্ব্বচন।)

কারণ শব্দের অর্থ—যাহা ভিন্ন কার্য্য হয় না, এবং যাহা কার্য্যের নিয়তপূর্ব্ববর্ত্তী, তাহা। এই কারণের যে ধর্ম্ম, তাহাই কারণত্ব। [ইহা জাতি নহে।]

এই কারণ ত্রিবিধ, যথা—সমবায়ি কারণ, অসমবায়ি কারণ এবং নিমিত্ত কারণ।

সমবায়ি কারণ—যে কারণের উপর সমবায়-সম্বন্ধে 'কার্য্য' থাকে। যেমন, দ্ব্যণুকের পক্ষে পরমাণু,এবং ঘটের পক্ষে কপাল। (অর্থাৎ পরমাণুরূপ কারণে দ্ব্যণুকরূপ কার্য্য সমবায়সম্বন্ধে থাকে

বায়্বাকাশকালদিঙ্‌মনাংসি তু অপ্রত্যক্ষাণি। বহির্দ্রব্যপ্রত্যক্ষং প্রতি মহত্ত্বে সতি উদ্ভূতরূপবত্ত্বং প্রয়োজকম্। ৬

অথ দ্রব্যোৎপত্তিপ্রক্রিয়া। তত্রোৎপত্তিঃ—কারণবতঃ। অনন্যথাসিদ্ধনিয়তপূর্ব্ববর্ত্তি (যৎ, তৎ) কারণং, তত্ত্বং কারণত্বম্। ত্রিবিধানি কারণানি, সমবায়িকারণাসমবায়িকারণনিমিত্তকারণানি। যৎসমবেতং কার্য্যম্ উৎ-

বলিয়া এবং কপালরূপ কারণে ঘটস্বরূপ কার্য্য সমবায়সম্বন্ধে থাকে বলিয়া দ্ব্যণুকের পক্ষে পরমাণু এবং কপালের পক্ষে ঘট সমবায়ি কারণ হয়।)

অসমবায়ি কারণ—সমবায়ি-কারণে স্থিত অথচ কার্য্যের যে জনক, তাহাই অসমবায়ি-কারণ। যেমন, দ্ব্যণুকের পক্ষে পরমাণু-দ্বয়ের সংযোগ, এবং ঘটরূপের পক্ষে কপালের রূপ, ইত্যাদি।

নিমিত্ত কারণ—এই উভয়প্রকার কারণ ভিন্ন যে কারণ, তাহার নাম নিমিত্ত কারণ; যেমন, দ্ব্যণুকের পক্ষে ঈশ্বর, এবং ঘটের পক্ষে দণ্ড।

এই কারণ তিনটী ভাবরূপ কার্য্য-পদার্থেরই সম্ভব হয়, অভাবরূপ-কার্য্য (প্রধ্বংসাভাব) পদার্থের পক্ষে ইহা সম্ভব নহে;

(তবে সকল ভাবকার্য্যেরই যে তিনটী কারণ থাকে, তাহাও নহে। যেমন, ঘটত্বপটত্বনিষ্ঠদ্বিত্ব সংখ্যার সমবায়ি কারণ নাই, সুতরাং অসমবায়ি কারণও নাই, কিন্তু কেবল নিমিত্ত কারণই আছে। নিমিত্ত কারণ নাই এমন কার্য্যই নাই। অভাবের মধ্যে ধ্বংসই জন্য, এবং তাহার সমবায়ি ও অসমবায়ি কারণ নাই। কেবল প্রতিযোগিপ্রভৃতি নিমিত্ত কারণ আছে।)

পদ্যতে তৎ সমবায়িকারণং, যথা—পরমাণুঃ দ্ব্যণুকস্য, কপালং ঘটস্য। সমবায়িকারণে সম্বদ্ধং কারণম্ অসমবায়িকারণং, যথা—পরমাণুদ্বয়সংযোগো দ্ব্যণুকস্য; কপালরূপং ঘটরূপস্য। এতদুভয়ভিন্নং যৎ কারণং তৎ নিমিত্ত-কারণং, যথা—দ্ব্যণুকে ঈশ্বরঃ, ঘটে দণ্ডঃ। এতৎকারণত্রয়ং ভাবকার্য্য-মাত্রস্য। তত্র সমবায়িকারণং দ্রব্যমেব। অসমবায়িকারণং দ্রব্যে গুণঃ,

সমবায়ি কারণ দ্রব্যই হয়। অসমবায়ি কারণ—দ্রব্যের পক্ষে গুণ হয়, এবং কার্য্যবৃত্তি-গুণের পক্ষে হয় সমবায়ি কারণের গুণ এবং কর্ম্ম এই দুইটী। [নিমিত্ত কারণ সকলই হইতে পারে।]

কার্য্যমাত্রের প্রতি সাধারণ কারণ—১ ঈশ্বর, ২ ঈশ্বরের জ্ঞান, ৩ ঈশ্বরের ইচ্ছা, ৪ ঈশ্বরের যত্ন, ৫ প্রাগভাব, ৬ কাল, ৭ দিক্ এবং ৮ অদৃষ্ট। (অসাধারণ কারণের পরিচয় উপরে কথিত হইয়াছে।)

দ্রব্যোৎপত্তিতে ক্রম এই—পরমাণুদ্বয়ের সংযোগ হইতে দ্ব্যণুক উৎপন্ন হয়, এই সংযুক্তদ্ব্যণুক তিনটী হইতে ত্রসরেণু উৎপন্ন হয়। এইরূপে চতুরণুকাদি হইতে কপাল পর্য্যন্ত উৎপন্ন হইলে কপালদ্বয়-সংযোগে ঘট উৎপন্ন হয়। এই ঘট আর কাহারও অবয়ব হয় না। ইহার নাম অন্ত্যাবয়বী। ৭।

দ্রব্যের প্রমাণ যথা—

প্রত্যক্ষদ্রব্যে প্রত্যক্ষই প্রমাণ, অতীন্দ্রিয়দ্রব্যে অনুমানই প্রমাণ হইয়া থাকে।

গুণে গুণঃ কর্ম্ম চ। কার্য্যমাত্রং প্রতি সাধারণকারণানি—ঈশ্বরঃ, তজ্জ্ঞানেচ্ছাকৃতয়ঃ, প্রাগভাবকালদিগদৃষ্টানি। তত্র পরমাণুদ্বয়সংযোগাৎ দ্ব্যণুকম্ উৎপদ্যতে, সংযুক্তদ্ব্যণুকত্রয়াৎ ত্রসরেণুঃ। এবং চতুরণুকাদি-কপালান্তং কপালদ্বয়সংযোগেন ঘটো জায়তে, ঘটস্তু অন্ত্যাবয়বী। ৭

অথ দ্রব্যে প্রমাণং কথ্যতে,—প্রত্যক্ষদ্রব্যে প্রত্যক্ষমেব প্রমাণম্,

এই অনুমান—পক্ষ, হেতু, সাধ্য ও দৃষ্টান্তের জ্ঞান হইতে হয়। ইহা বিশেষভাবে পরে আলোচ্য।

পরমাণু ও দ্ব্যণুকের জন্য যে অনুমান করিতে হয়, তাহা এই—

ত্রসরেণুগুলিতে সাবয়ব-দ্রব্য-গঠিতত্ব আছে (প্রতিজ্ঞা)

যেহেতু ত্রসরেণুগুলিতে বহিরিন্দ্রিয়-বেদ্য-দ্রব্যত্ব আছে (হেতু)

যে দ্রব্য বহিরিন্দ্রিয়-বেদ্য, তাহা অবশ্যই

সাবয়ব-দ্রব্যারব্ধ, যেমন ঘট ... (উদাহরণ)

এস্থলে ত্রসরেণু—পক্ষ, সাবয়ব-দ্রব্যারব্ধত্ব—সাধ্য, বহিরিন্দ্রিয়বেদ্য-দ্রব্যত্ব—হেতু, ঘট—দৃষ্টান্ত। এতদ্দ্বারা দ্ব্যণুক এবং পরমাণু সিদ্ধ হইল। ৮

আকাশ এবং বায়ু যথাক্রমে শব্দ ও স্পর্শদ্বারা অনুমিত হয়, আকাশের অনুমিতি যথা—

শব্দ—দ্রব্যাশ্রিত ... ... (প্রতিজ্ঞা)

যেহেতু শব্দে গুণত্ব রহিয়াছে (হেতু)

যেমন ঘটের রূপ ... ... (উদাহরণ)

অতীন্দ্রিয়ে অনুমানম্। তৎ পক্ষহেতুসাধ্যদৃষ্টান্তজ্ঞানসাধ্যম্, বিশেষো বক্ষ্যতে। পরমাণুদ্ব্যণুকানুমানং যথা—ত্রসরেণুঃ সাবয়বদ্রব্যারব্ধঃ, বহিরিন্দ্রিয়বেদ্যদ্রব্যত্বাৎ, বহিরিন্দ্রিয়বেদ্যদ্রব্যং যৎ তৎ সাবয়বদ্রব্যারব্ধং যথা ঘটঃ। অত্র ত্রসরেণুঃ পক্ষঃ, সাবয়বদ্রব্যারব্ধত্বং সাধ্যং, বহিরিন্দ্রিয়বেদ্যদ্রব্যত্বাৎ ইতি হেতুঃ, ঘটো দৃষ্টান্তঃ অনেন দ্ব্যণুকং পরমাণুশ্চ সিধ্যতি। ৮

আকাশবায়ূ শব্দেন স্পর্শেন চ অনুমীয়েতে,—শব্দো দ্রব্যাশ্রিতো, গুণত্বাৎ, যথা ঘটরূপম্, অনেন দ্রব্যান্তরবাধাৎ শব্দাশ্রয়ত্বেন আকাশঃ

এখন দ্রব্যান্তরে শব্দ নাই বলিয়া এতদ্দারা শব্দের আশ্রয়-রূপে আকাশ সিদ্ধ হইল।

ঐরূপ বায়ুর অনুমিতি, যথা—

পৃথিবী অপ্ তেজ—এতত্ত্রয়ে অবৃত্তি যে স্পর্শ,

তাহা দ্রব্যাশ্রিত ... (প্রতিজ্ঞা)

যেহেতু, ঐ স্পর্শে গুণত্ব আছে ... (হেতু)

এখন দ্রব্যান্তরে ঐ স্পর্শ থাকে না বলিয়া এতদ্দারা ঐ স্পর্শের আশ্রয়রূপে বায়ু সিদ্ধ হইল। ৯

কালের প্রমাণ যথা,—

পরত্ব এবং অপরত্ব দ্বিবিধ, যথা—কালিক ও দৈশিক।

পরত্বের উৎপত্তি, যথা—বহুতর-রবিক্রিয়া-বিশিষ্ট শরীরের জ্ঞান হইতে পরত্বের উৎপত্তি হয়। অপরত্বের উৎপত্তি, যথা—অল্পতর রবিক্রিয়া-বিশিষ্ট শরীরের জ্ঞান হইতে অপরত্বের উৎ-পত্তি হয়। এই পরত্বের অর্থ—জ্যেষ্ঠত্ব, এবং অপরত্বের অর্থ—কনিষ্ঠত্ব বুঝিতে হইবে।

সিধ্যতি। পৃথিব্যাদিত্রয়াবৃত্তিঃ অয়ং স্পর্শো দ্রব্যাশ্রিতো গুণত্বাৎ—ইত্যনু-মানেন দ্রব্যান্তরবাধাৎ স্পর্শাশ্রয়ত্বেন বায়ুঃ সিধ্যতি। ৯

কালে প্রমাণং যথা,—পরত্বাপরত্বে দ্বিবিধে কালিকে দৈশিকে চ পরত্বোৎপত্তিশ্চ বহুতররবিক্রিয়াবিশিষ্টশরীরজ্ঞানাৎ, অপরত্বোৎপত্তিশ্চ স্বল্পতররবিক্রিয়াবিশিষ্টশরীরজ্ঞানাৎ; তৎ পরত্বং জ্যেষ্ঠত্বম্, অপরত্বং কনিষ্ঠত্বম্; তদনুমানং যথা—পরত্বজনকং বহুতররবিক্রিয়াবিশিষ্টশরীর-জ্ঞানমিদং পরম্পরাসম্বন্ধঘটকসাপেক্ষং, সাক্ষাৎসম্বন্ধাভাবে সতি বিশিষ্ট-

সেই কালের অনুমান যথা,—

পরত্ব-জনক বহুতর-রবিক্রিয়া-বিশিষ্ট শরীরের
জ্ঞানটী পরম্পরা-সম্বন্ধ-ঘটক-সাপেক্ষ। (প্রতিজ্ঞা)

যেহেতু, সাক্ষাৎসম্বন্ধের অভাব ও বিশিষ্ট-জ্ঞানত্ব
তাহাতে আছে ... (হেতু)

যেমন লোহিত, স্ফটিক ইত্যাদি জ্ঞান (উদাহরণ)

এস্থলে ঐ পরম্পরা-সম্বন্ধটী স্বসমবায়ি-সংযুক্ত-সংযোগ, এইজন্য এতদ্দ্বারা সম্বন্ধ-ঘটক কাল সিদ্ধ হইল।

যদি বল, কালটী, ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমানভেদে বহুবিধ বলিয়া কি করিয়া এক হইল? তাহা হইলে বলিতে হইবে—উপাধি-ভেদে উহার ভেদের জ্ঞান হয়। কালের উপাধি যে রবিক্রিয়াদি, তাহা বিভিন্নই হয়। ১০

ঐরূপ দৈশিক পরত্ব এবং অপরত্ব দ্বারা দিক্ সিদ্ধ হয়। এই পরত্ব এবং অপরত্বের অর্থ—দূরত্ব এবং সমীপত্ব।

ঐ "দিকের" জন্য অনুমান, যথা—

জ্ঞানত্বাৎ, লোহিতঃ স্ফটিক ইতি প্রত্যয়বৎ, পরম্পরাসম্বন্ধশ্চ স্বসমবায়ি-সংযুক্তসংযোগঃ, তেন সম্বন্ধঘটকঃ কাল সিধ্যতি। নন্ু কালস্য ভূত-ভবিষ্যদ্‌বর্ত্তমানভেদেন বহুত্বাৎ কুত একত্বমিতি চেৎ? ন, উপাধিভেদেন ভেদপ্রত্যয়াৎ কালোপাধয়ো রবিক্রিয়াদিরূপা ভিন্না এব। ১০

এবং দৈশিকপরত্বাপরত্বাভ্যাং দিশঃ সিদ্ধিঃ; তে চ দূরত্বসমীপত্বে। অবধিসাপেক্ষবহুতরসংযোগবিশিষ্টশরীরজ্ঞানমিদং পরত্বজনকং পরম্পরা-সম্বন্ধঘটকসাপেক্ষম্ ইত্যাদিপূর্ব্ববৎ; তেন চ দিশঃ-সিদ্ধিঃ। ন চ আকাশম্

পরত্ব-জনক অবধি-সাপেক্ষ বহুতর-সংযোগ-বিশিষ্ট

শরীর-জ্ঞানটী—পরম্পরা-সম্বন্ধ-ঘটক-সাপেক্ষ (প্রতিজ্ঞা)

অবশিষ্ট কথা কালানুমানের ন্যায় বুঝিতে হইবে। এতদ্দ্বারা দিক্ সিদ্ধ হইল।

যদি বল, আকাশই কেন এই সম্বন্ধ-ঘটক হউক না? তাহা হইলে বলিতে হইবে, তাহার শব্দাশ্রয়ত্বদ্বারাই ধর্ম্মিগ্রাহকপ্রমাণ সিদ্ধ হয় বলিয়া রবিক্রিয়াদি-উপনায়কত্বের সম্ভাবনা নাই। ১১

আত্মার প্রমাণ যথা,—

"আমি সুখী" এই প্রকার প্রত্যক্ষই আত্মার প্রমাণ।

ঈশ্বরের জন্য অনুমান, যথা—

দ্ব্যণুকাদি-ক্ষিতি—সকর্তৃকা	...	(প্রতিজ্ঞা)
যেহেতু, তাহাতে কার্য্যত্ব আছে	...	(হেতু)
যেমন—ঘট ...	...	(উদাহরণ)

এতদ্দ্বারা, ঈশ্বর, ঈশ্বরের নিত্যজ্ঞান, ইচ্ছা, যত্ন, এবং সর্ব্বজ্ঞত্ব সিদ্ধ হইল।

মনের প্রমাণ যথা,—

সুখাদিপ্রত্যক্ষ—ইন্দ্রিয়-জন্য ... (প্রতিজ্ঞা)

এব সম্বন্ধঘটকম্ অস্তামিতি বাচ্যম্, তস্য শব্দাশ্রয়ত্বেনৈব ধর্ম্মিগ্রাহকপ্রমাণসিদ্ধত্বাৎ ন রবিক্রিয়াদ্যুপনায়কত্বসম্ভবঃ। ১১

"অহং সুখী" ইত্যাদি প্রত্যক্ষম্ আত্মনি প্রমাণম্। ঈশ্বরে চানুমানং, যথা—ক্ষিতিঃ সকর্তৃকা, কার্য্যত্বাৎ, ঘটবৎ। তেন ঈশ্বরস্য তদ্বৃত্তিনিত্যজ্ঞানেচ্ছাকৃতীনাং তৎসার্বজ্ঞ্যস্য চ সিদ্ধিঃ। মনসি প্রমাণং যথা, সুখাদি-

যেহেতু তাহাতে জন্য-প্রত্যক্ষত্ব আছে (হেতু)
যেমন—ঘট-প্রত্যক্ষ ... (উদাহরণ)

ইহা অন্য ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সম্ভব হয় না বলিয়া মনের সিদ্ধি হয়। ১২

দ্রব্যনাশ-প্রক্রিয়া যথা—, দ্রব্যনাশ দ্বিবিধ। ইহা কোথাও অসমবায়ি-কারণ-নাশ-বশতঃ ঘটে, এবং কোথাও সমবায়ি-কারণ-নাশবশতঃ হয়। তন্মধ্যে—

প্রথমটীর দৃষ্টান্ত, যথা—পরমাণুদ্বয়ের সংযোগ-নাশবশতঃ দ্ব্যণূকের নাশ হয়। এবং—

দ্বিতীয়টীর দৃষ্টান্ত, যথা—কাপল-নাশ-বশতঃ ঘটের নাশ হয়। অবশ্য, ঘটের নাশ উভয় প্রকারেই ঘটিয়া থাকে। ১৩

আকাশ, কাল, দিক্, আত্মা ও পরমাণুগুলি অবৃত্তি পদার্থ, অর্থাৎ ইহারা কোথায়ও থাকে না। সমবায়ও অবৃত্তি পদার্থ।

পৃথিবী, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোমকে ভূত বলা হয়।

পৃথিবী, অপ্, তেজ, মরুৎ ও মন ইহারা ক্রিয়াবান্ ও মূর্ত্ত।

প্রত্যক্ষম্ ইন্দ্রিয়জন্যং, জন্যপ্রত্যক্ষত্বাৎ, ঘটপ্রত্যক্ষবৎ, তথা চ ইন্দ্রিয়ান্তর-বাধে মনসঃ সিদ্ধিঃ। ১২

অথ দ্রব্যনাশপ্রক্রিয়া। দ্রব্যনাশো দ্বিবিধঃ,—ক্বচিৎ অসমবায়িকারণ-নাশাৎ, ক্বচিৎ সমবায়িকারণনাশাচ্চ। তত্র আদ্যো যথা পরমাণুদ্বয়-সংযোগনাশাদ্ দ্ব্যণুকনাশঃ, দ্বিতীয়ো যথা, কপালনাশাদ্ ঘটনাশঃ, ঘটনাশঃ উভয়তঃ সম্ভবতি। ১৩

আকাশকালদিগাত্মপরমাণবঃ অবৃত্তয়ঃ, সমবায়শ্চ। পৃথিব্যাদি-পঞ্চানাং ভূতত্বং, পৃথিবীজলতেজোবায়ুমনসাং ক্রিয়াবত্ত্বমূর্ত্তত্বে। পৃথিব্যপ্তে-

পৃথিবী, অপ্, তেজ, বায়ু ইহারাই দ্রব্যের সমবায়িকারণ হয়।

কাল, কালিক-সম্বন্ধে সকলের অধিকরণ হয়।

দিক্, দৈশিক-সম্বন্ধে সকলের অধিকরণ হয়।

ইতি দ্রব্যনিরূপণ। ১৪

দ্বিতীয় পদার্থ—গুণ-নিরূপণ।

এইবার গুণের বিষয় আলোচ্য। ১ রূপ, ২ রস, ৩ গন্ধ, ৪ স্পর্শ, ৫ সংখ্যা, ৬ পরিমাণ, ৭ পৃথক্ত্ব, ৮ সংযোগ, ৯ বিভাগ, ১০ পরত্ব, ১১ অপরত্ব, ১২ বুদ্ধি, ১৩ সুখ, ১৪ দুঃখ, ১৫ ইচ্ছা, ১৬ দ্বেষ, ১৭ প্রযত্ন, ১৮ গুরুত্ব, ১৯ দ্রবত্ব, ২০ স্নেহ, ২১ সংস্কার, ২২ ধর্ম্ম, ২৩ অধর্ম্ম ও ২৪ শব্দ—এই চতুর্ব্বিংশতিটী গুণ।

ইহাদের রূপত্ব, রসত্ব, প্রভৃতিগুলি সবই জাতি।

রূপটী পৃথিবী, জল ও তেজে থাকে। তন্মধ্যে—

পৃথিবীতে সকল রূপই থাকে। তাহা শুক্ল-কৃষ্ণ-রক্ত-পীত-হরিত-কপিশ ও চিত্রাদিভেদে সপ্তবিধ। যাহা জলে থাকে,

জোবায়বো দ্রব্যসমবায়িকারণানি। কালস্থ কালিকসম্বন্ধেন সর্ব্বাধিকরণত্বম্। দিশো দৈশিকসম্বন্ধেন সর্ব্বাধিকরণত্বম্। ইতি দ্রব্যনিরূপম্। ১৪

অথ গুণাঃ কথ্যন্তে,—রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-সংখ্যা-পরিমাণ-পৃথক্ত্ব-সংযোগবিভাগ-পরত্বাপরত্ব-বুদ্ধি-সুখ-দুঃখেচ্ছা--দ্বেষ-প্রযত্ন-গুরুত্ব-দ্রবত্ব-স্নেহ-সংস্কার-ধর্ম্মাধর্ম্ম-শব্দাঃ চতুর্বিংশতির্গুণাঃ। অত্র রূপত্বাদীনি সর্ব্বাণ্যেব জাতয়ঃ। রূপং পৃথিবীজলতেজোবৃত্তি, তচ্চ শুক্লকৃষ্ণরক্তপীতচিত্রাদিভেদেন বহুবিধং পৃথিবীবৃত্তি; অভাস্বরশুক্লরূপং জলবৃত্তি। শুক্লভাস্বরং তেজোবৃত্তি।

তাহা অভাস্বর-শুক্ল এবং যাহা তেজে থাকে, তাহা ভাস্বর-শুক্ল-অর্থাৎ স্বচ্ছশুক্ল রূপ।

রসটী পৃথিবী ও জলে থাকে। তন্মধ্যে—

পৃথিবীতে যে রস থাকে, তাহা মধুর, লবণ, কটু, তিক্ত, অম্ল ও কষায়ভেদে ছয় প্রকার। যাহা জলে থাকে, তাহা মধুরই হয়।

গন্ধটী পৃথিবীতেই থাকে। ইহা দ্বিবিধ। যথা,—সুরভি ও অসুরভি, অর্থাৎ সুগন্ধ ও দুর্গন্ধ।

স্পর্শ টী পৃথিবী, অপ্, তেজ ও বায়ুতে থাকে।

উহা ত্রিবিধ। যথা,—শীত, উষ্ণ এবং অনুষ্ণাশীত। অনুষ্ণাশীত-স্পর্শ বায়ুতে ও পৃথিবীতে থাকে। শীতস্পর্শগুণ জলে থাকে, উষ্ণস্পর্শগুণ তেজে থাকে। ১৫

সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, সংযোগ, বিভাগ—এই কয়টী দ্রব্যে থাকে।

পরত্ব এবং অপরত্ব—ইহারা পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু ও মনে থাকে।

রসঃ পৃথিবীজলবৃত্তিঃ, তত্র মধুরলবণকটুতিক্তাম্লকষায়ভেদাৎ ষড়্বিধো রসঃ পৃথিব্যাম্। জলে মধুর এব রসঃ। গন্ধো দ্বিবিধঃ,—সুরভিরসুরভিশ্চ, পৃথিবীমাত্রবৃত্তিঃ। স্পর্শঃ পৃথিব্যাদিচতুষ্টয়বৃত্তিঃ। স চ ত্রিবিধঃ—শীতঃ উষ্ণশ্চ অনুষ্ণাশীতশ্চ। অনুষ্ণাশীতস্পর্শো বায়ুপৃথিব্যোঃ, জলে শীতঃ, তেজসি উষ্ণঃ। ১৫

সংখ্যাপরিমাণপৃথক্ত্বসংযোগবিভাগা নব দ্রব্যবৃত্তয়ঃ। পরত্বাপরত্বে

বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, ভাবনাখ্য-সংস্কার *, ধর্ম্ম এবং অধর্ম্ম অর্থাৎ শুভাদৃষ্ট ও দুরদৃষ্ট—ইহারা আত্মাতে থাকে।

গুরুত্ব—পৃথিবী ও জলে থাকে।

দ্রবত্ব—পৃথিবী, জল ও তেজে থাকে।

ইহা আবার দ্বিবিধ, যথা,—নৈমিত্তিক ও সাংসিদ্ধিক। তন্মধ্যে—

নৈমিত্তিক দ্রবত্ব—পৃথিবী ও তেজে থাকে, এবং সাংসিদ্ধিক দ্রবত্ব জলে থাকে। স্নেহ—কেবল জলেই থাকে।

সংস্কার—পৃথিবী, জল, তেজঃ, বায়ু, আত্মা ও মনে থাকে।

ইহা ত্রিবিধ যথা,—বেগ, ভাবনা ও স্থিতি-স্থাপক। তন্মধ্যে—

বেগটী—পৃথিবী, জল, তেজঃ, বায়ু এবং মনে থাকে, ভাবনাটী আত্মাতে থাকে, এবং স্থিতিস্থাপকটী পৃথিবী, জল, তেজ ও বায়ুতে থাকে।

শব্দ—আকাশে থাকে। ১৬

পৃথিবীজলতেজোবায়ুমনোবৃত্তিনী। বুদ্ধিসুখদুঃখেচ্ছাদ্বেষপ্রযত্নভাবনাধর্ম্মাধর্ম্মা আত্মবৃত্তয়ঃ। গুরুত্বং পৃথিবীজলবৃত্তি। দ্রবত্বং পৃথিবীজলতেজোবৃত্তি; তদ্ দ্বিবিধং, নৈমিত্তিকং সাংসিদ্ধিকং চ, আদ্যং পৃথিবীতেজসোঃ, দ্বিতীয়ং জলে। স্নেহো জলমাত্রবৃত্তিঃ। সংস্কারঃ পৃথিবীজলতেজোবায়্বাত্মমনোবৃত্তিঃ। স ত্রিবিধঃ,—বেগো, ভাবনা স্থিতিস্থাপকশ্চ। তত্র বেগঃ পৃথিব্যাদিচতুষ্টয়মনোবৃত্তিঃ। দ্বিতীয় আত্মবৃত্তিঃ; তৃতীয়ঃ পৃথিব্যাদিচতুষ্টয়বৃত্তিঃ। শব্দো দ্বিবিধঃ,—ধ্বন্যাত্মকঃ বর্ণাত্মকশ্চ, আকাশমাত্রবৃত্তিঃ। ১৬

---

* সংস্কারের বিশেষ পরিচয় ২৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ইহা দ্বিবিধ, যথা,—ধ্বন্যাত্মক এবং বর্ণাত্মক।

বিশেষ গুণ, যথা—রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, স্নেহ, সাংসিদ্ধিক-দ্রবত্ব, শব্দ, বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম ও ভাবনা।

সামান্য গুণ, যথা—সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্‌ত্ব, সংযোগ, বিভাগ, গুরুত্ব, নৈমিত্তিক-দ্রবত্ব, বেগ ও স্থিতিস্থাপক। ১৭

নিত্যগুণ, যথা—জল, তেজ ও বায়ুর পরমাণুবৃত্তি বিশেষ-গুণ; এবং পরমাণুবৃত্তি-স্থিতিস্থাপক; এবং বিভু ও পরমাণুর—একত্ব, পরিমাণ ও পৃথক্‌ত্ব; এবং ঈশ্বরের ইচ্ছা, জ্ঞান ও কৃতি।

[জলের বিশেষগুণ = রূপ, রস, স্নেহ স্পর্শ, এবং সাংসিদ্ধিক দ্রবত্ব।
তেজের বিশেষ গুণ = রূপ, স্পর্শ, সাংসিদ্ধিক দ্রবত্ব।
বায়ুর বিশেষ গুণ—স্পর্শ।]

অপ্রত্যক্ষ গুণ, যথা—(১) গুরুত্ব, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, ভাবনা, স্থিতিস্থাপক, (২) পরমাণু ও দ্ব্যণুক-বৃত্তিগুণ, (৩) অতীন্দ্রিয়-বৃত্তি সামান্যগুণ, ও (৪) ত্রসরেণুর রূপ ভিন্ন অন্য অতীন্দ্রিয় গুণ।

প্রত্যক্ষগুণ—অবশিষ্ট গুলি। ১৮

রূপরসগন্ধস্পর্শস্নেহসাংসিদ্ধিকদ্রবত্বশব্দবুদ্ধিসুখদুঃখেচ্ছাদ্বেষপ্রযত্নধর্ম্মা-ধর্ম্মভাবনা বিশেষগুণাঃ। সংখ্যাপরিমাণপৃথক্‌ত্বসংযোগবিভাগগুরুত্ব-নৈমিত্তিকদ্রবত্ববেগস্থিতিস্থাপকাঃ সামান্যগুণাঃ। ১৭

অথ নিত্যগুণাঃ,—জলতেজোবায়ুপরমাণূনাং বিশেষগুণাঃ, পরমাণু-বৃত্তিস্থিতিস্থাপকশ্চ; বিভূনাং পরমাণূনাং চ একত্বপরিমাণপৃথক্‌ত্বানি, ঈশ্বরেচ্ছাজ্ঞানকৃতয়শ্চ নিত্যগুণাঃ। অথ অপ্রত্যক্ষগুণাঃ—গুরুত্বধর্ম্মাধর্ম্ম-ভাবনাস্থিতিস্থাপকাঃ, পরমাণুদ্ব্যণুকবৃত্তিগুণাঃ; অতীন্দ্রিয়বৃত্তিসামান্য-গুণাঃ, ত্রসরেণোঃ রূপং বিহায় অন্যে গুণাঃ অতীন্দ্রিয়াঃ। ১৮

রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও স্নেহের প্রত্যক্ষে মহদ্‌বৃত্তিত্ব এবং উদ্ভূতত্বই প্রয়োজক হয়।

সামান্য-গুণ-প্রত্যক্ষের প্রতি আশ্রয়-প্রত্যক্ষই প্রযোজক।

বুদ্ধি-প্রত্যক্ষের প্রতি স্ববৃত্তিবিশিষ্ট জ্ঞানত্বই প্রযোজক।

সুখাদি-প্রত্যক্ষের প্রতি স্ববৃত্তি সুখত্বাদিই প্রযোজক।

শব্দ, যাহা অন্ত্য এবং আদ্য নহে, তাহারা সবই প্রত্যক্ষ। ১৯

গুণোৎপত্তি-প্রক্রিয়া যথা—অবয়ববৃত্তি বিশেষগুণগুলি অবয়বীতে নিজ সমানজাতীয় গুণগুলি উৎপন্ন করে।

পৃথিবীর বিশেষগুণগুলি পাকজ। উহারা আবার দ্বিবিধ, যথা—পাক-প্রযোজ্য এবং পাকজন্য। পাক-প্রযোজ্য অর্থ—কারণ-গুণ-প্রক্রম-জন্য, পাকজন্য অর্থ—অগ্নি-সংযোগ-জন্য।

নৈয়ায়িক বলেন—শ্যামঘটে অগ্নি-সংযোগ-বশতঃ শ্যামরূপ-নাশের পর ঘটে রক্তরূপ উৎপন্ন হয়। বৈশেষিক বলেন—অগ্নি-সংযোগ-বশতঃ পরমাণূতে পাকক্রিয়া হইলে পরমাণুতে

রূপরসগন্ধস্পর্শস্নেহপ্রত্যক্ষে মহদ্‌বৃত্তিত্বে সতি উদ্ভূতত্বং প্রয়োজকম্। সামান্যগুণপ্রত্যক্ষে তু আশ্রয়প্রত্যক্ষং, বুদ্ধিপ্রত্যক্ষে স্ববৃত্তিবিশিষ্টজ্ঞানত্বং সুখাদিপ্রত্যক্ষে স্ববৃত্তিসুখত্বাদিকমেব। অন্ত্যাদ্যশব্দৌ বিহায় সর্বঃ শব্দঃ প্রত্যক্ষঃ। ১৯

অথ গুণোৎপত্তিপ্রক্রিয়া,—অবয়ববৃত্তিবিশেষগুণাঃ অবয়বিনি স্বসমানজাতীয়গুণান্ আরভন্তে। পৃথিবীবিশেষগুণাঃ পাকজাঃ, তে দ্বিবিধাঃ,—পাকপ্রয়োজ্যাঃ পাকজন্যাশ্চ, কারণগুণপ্রক্রমজন্যাঃ পাকপ্রযোজ্যাঃ, অগ্নিসংযোগজন্যাঃ দ্বিতীয়াঃ, "শ্যামঘটে অগ্নিসংযোগেন

রক্তরূপ উৎপন্ন হয়, তৎপরে ঘট উৎপন্ন হইলে কারণ-গুণানুসারে ঘটে রক্তরূপ জন্মে।

চিত্ররূপ, অর্থ—কপালদ্বয়ের একটী যদি নীল হয়, এবং একটী যদি পীত হয়, তাহা হইলে ঘটের যে রূপ, তাহাকে চিত্র-রূপ বলা হয়। অর্থাৎ নানা রূপকেই চিত্র বলে।

রসাদিতে—এরূপ ভাবে অবয়বীতে রস জন্মে না বলিয়া "চিত্ররস" স্বীকার করা হয় না।

গুরুত্ব এবং স্থিতিস্থাপকের উৎপত্তি কারণ-গুণানুসারে হয়।

দ্বিত্বাদি সংখ্যা, অপেক্ষা-বুদ্ধি হইতে জন্মে।

পরিমাণ চারি প্রকার, যথা,—অণু, মহৎ, হ্রস্ব, এবং দীর্ঘ।

কারণ-গুণানুসারে স্বাবয়বের বহুত্বই, মহত্ত্বের জনক হয়। যথা—ত্রসরেণু। অবয়বের শিথিল-সংযোগ এবং বৃদ্ধিও উহার জনক হয়। যেমন, তুলার পরিমাণ, ইত্যাদি। ২০

শ্যামরূপনাশানন্তরং ঘটে রক্তং রূপমুৎপদ্যতে" ইতি নৈয়ায়িকমতম্। "অগ্নিসংযোগেন পরমাণৌ পাকে সতি পরমাণুষু রক্তরূপমুৎপদ্যতে পুনর্ঘটোৎপত্তৌ সত্যাং কারণগুণপ্রক্রমেণ ঘটে রক্তরূপমুৎপদ্যতে" ইতি বৈশেষিকমতম্। কপালং নীলমেকম্, একং চ পীতং যদি, তদা ঘটে চিত্ররূপমুৎপদ্যতে। রসাদাবেবং সতি অবয়বিনি রসো ন জায়তে, চিত্ররসাদ্যস্বীকারাৎ। গুরুত্বস্থিতিস্থাপকয়োশ্চ কারণগুণপ্রক্রমজন্যতা। দ্বিত্বাদয়োঽপেক্ষাবুদ্ধিজন্যাঃ। পরিমাণং চতুর্বিধম্—অণু, মহৎ, হ্রস্বং, দীর্ঘং চ। কারণগুণপ্রক্রমজন্যং স্বাবয়ববহুত্বং মহত্বজনকং, যথা ত্রসরেণূনাম্; অবয়বানাং শিথিলঃ সংযোগঃ প্রচয়োঽপি তজ্জনকঃ, যথা তুলস্য পরিমাণম্। ২০

পৃথক্ত্বটী কারণ-গুণানুসারে জন্মে।

পৃথক্ত্বে প্রমাণ কি? যদি বল; 'ঘট হইতে পট পৃথক্' এই প্রত্যয়ে অন্যোন্যাভাবকেই বিষয় করে; তাহা হইলে বলিব—না, তাহা নহে। কারণ, অন্যোন্যাভাববিষয়ক প্রতীতিতে প্রতিযোগী (অর্থাৎ যাহার অভাব) এবং অনুযোগী (অর্থাৎ যাহাতে অভাব থাকে) তাহাদের এক-বিভক্তি থাকা আবশ্যক হয়। যেমন, ঘট—পট নয়, ইত্যাদি। অন্যোন্যাভাবকে পৃথক্ত্ব বলিলে 'ঘট হইতে পট নয়' এইরূপ প্রয়োগও সাধু হইত; কিন্তু, তাহা তো হয় না। আচ্ছা, তাহা হইলে 'ঘট হইতে পট অন্য' এস্থলে ঘট ও পটে সমান-বিভক্তি না থাকায় কি করিয়া অন্যোন্যাভাবের প্রতীতি হয়? তাহা হইলে বলিব—না, "অন্য" শব্দে পৃথক্ত্বই এখানে বুঝায়, ইহা অন্যোন্যাভাববোধক নহে। ২১

সংযোগ ত্রিবিধ, যথা—অন্যতর-কর্ম্মজ, উভয়-কর্ম্মজ এবং সংযোগজ। প্রথম, যথা—মনের কর্ম্মদ্বারা আত্ম-মনের সংযোগ।

পৃথক্ত্বং কারণগুণপ্রক্রমজন্যম্। ননু তত্র কিং প্রমাণম্। ঘটাৎ পটঃ পৃথগিতি প্রত্যক্ষং, তস্য অন্যোন্যাভাববিষয়কত্বমিতি চেৎ? ন। অন্যোন্যাভাবপ্রত্যয়ে প্রতিযোগ্যনুযোগিনোঃ সমানবিভক্তিকত্বনিয়মাৎ, যথা—ঘটো ন পট ইতি। অন্যোন্যাভাবস্য পৃথক্ত্বরূপত্বে ঘটাৎ পটো ন—ইত্যপি প্রয়োগাপত্তেঃ। ন চৈবং 'ঘটাদন্যঃ পট' ইত্যত্র কথমন্যোন্যাভাব-প্রতীতিরিতি বাচ্যম্, অন্যত্বস্যাপি পৃথক্ত্বরূপত্বাৎ। ২১

সংযোগস্ত্রিবিধঃ—অন্যতরকর্ম্মজঃ উভয়কর্ম্মজঃ, সংযোগজশ্চ, আদ্যো যথা, মনঃ কর্ম্মণা আত্মমনসোঃ সংযোগঃ। দ্বিতীয়ো যথা মেষয়োঃ

দ্বিতীয়, যথা—মেষদ্বয়ের গমনজন্য উভয়ের সংযোগ। তৃতীয়, যথা—কারণ এবং অকারণ-সংযোগবশতঃ কার্য্য এবং অকার্য্যের সংযোগ। যেমন দেহের অবয়ব যে হস্ত, সেই হস্ত আর তরু সংযুক্ত হইলে দেহ ও তরুর সংযোগ হয়। ২২

বিভাগও ত্রিবিধ, যথা—অন্যতর-কর্ম্মজ, উভয়-কর্ম্মজ, এবং বিভাগজ। প্রথম, যথা—কেবল মনের কর্ম্ম দ্বারা আত্ম-মনের বিভাগ। দ্বিতীয়, যথা—মেষদ্বয়ের কর্ম্মজন্য তাহাদের বিভাগ। বিভাগজ বিভাগ আবার দ্বিবিধ, যথা—কারণ-মাত্র-বিভাগজ। এবং কারণাকারণ-বিভাগজ। প্রথম, যথা—কপাল-কর্ম্মদ্বারা কপালদ্বয়ের বিভাগ, তৎপরে কপালদ্বয়ের সংযোগ-নাশ, তাহার পর ঘটনাশ, তাহার পর কপালের আকাশাদি দেশ হইতে বিভাগজ বিভাগ হয়।

আর বিভাগটী নিজ উৎপত্তির পরই বিভাগজ বিভাগকে উৎপাদন করুক—ইহা বলিতে পারা যায় না। কারণ, তাহা

কর্মণা তয়ো সংযোগঃ। তৃতীয়ো যথা কারণাকারণসংযোগাৎ কার্য্যা-কার্য্যসংযোগঃ, যথা হস্ততরুসংযোগাৎ কায়তরুসংযোগঃ। ২২

বিভাগোঽপি ত্রিবিধঃ,—অন্যতরকর্মজঃ, উভয়কর্মজঃ, বিভাগজশ্চ। আদ্যো যথা, মনঃকর্মণা আত্মনা মনসো বিভাগঃ। দ্বিতীয়ো যথা মেষয়োঃ কর্মণা তয়োঃ বিভাগঃ। বিভাগজবিভাগো দ্বিবিধঃ ; কারণমাত্রবিভাগজঃ, কারণাকারণবিভাগশ্চ। আদ্যো যথা, কপালকর্মণা কপালদ্বয়বিভাগঃ, ততঃ কপালদ্বয়সংযোগনাশঃ, ততো ঘটনাশঃ, ততঃ কপালস্য আকাশাদি-দেশাৎ বিভাগজো বিভাগঃ। ন চ বিভাগঃ স্বোৎপত্ত্যনন্তরমেব বিভাগজ-

দ্রব্যনাশ-সহকারেই তাহার জনক হয়। সেস্থানে দ্রব্যের প্রতিবন্ধকত্ববশতঃ দ্রব্য থাকায় তাহা অসম্ভব হয়।

আর কর্ম্মই এককালে কপালদ্বয়ের বিভাগ এবং আকাশ-কপালবিভাগকে উৎপাদন করুক—যদি বলা যায়, তাহাও হয় না। কারণ, যাহা দ্রব্যের "অনারম্ভক-সংযোগের বিরোধী বিভাগকে উৎপাদন করে, তাহা দ্রব্যারম্ভক-সংযোগের" বিরোধী নহে। তাহা না হইলে প্রস্ফুটিত কমলকুট্টলদলের কর্ম্মে অতিব্যাপ্তি হয়।

আচ্ছা, তাহা হইলে সংযোগেও এইরূপ ঘটুক—এরূপও বলিতে পারা যায় না। কারণ, তথায় বিরোধ নাই।

দ্বিতীয় প্রকারটী, কিন্তু, কারণ ও অকারণের বিভাগবশতঃ কার্য্য এবং অকার্য্যের বিভাগ। যেমন—কর-তরু-বিভাগ-বশতঃ কায়তরুর বিভাগ হয়।

পরত্ব ও অপরত্বোৎপত্তি—কাল-প্রকরণেই উক্ত হইয়াছে। ২৩

বিভাগং জনয়তু ইতি বাচ্যম্, দ্রব্যনাশসহকৃতস্যৈব তস্য তজ্জনকত্বাৎ, তত্র দ্রব্যস্য প্রতিবন্ধকত্বেন সতি দ্রব্যে তদসম্ভবাৎ। ন চ কর্ম্মৈব একদা কপালদ্বয়বিভাগম্ আকাশকপালবিভাগং চ জনয়তু ইতি বাচ্যম্। যদ্ দ্রব্যানারম্ভকসংযোগবিরোধিনং বিভাগম্ আরভতে ন তৎ দ্রব্যারম্ভক-সংযোগবিরোধিনম্, অন্যথা* বিকসৎকমলকুট্টলদলকর্ম্মণি অতিব্যাপ্তিঃ। ন চ সংযোগেঽপি এবমস্তু, তত্র অবিরোধাৎ। দ্বিতীয়স্তু কারণাকারণ-বিভাগাৎ কার্য্যাকার্য্যবিভাগঃ, যথা করতরুবিভাগাৎ কায়তরুবিভাগঃ। পরত্বাপরত্বোৎপত্তিঃ কালপ্রকরণে উক্তা। ২৩

বুদ্ধি অর্থাৎ জ্ঞান। তাহা দ্বিবিধ, যথা—স্মরণ এবং অনুভব।

স্মরণ আবার দ্বিবিধ, যথা—যথার্থ (প্রমা) এবং অযথার্থ (ভ্রম্)। তদ্বিশিষ্টে তৎপ্রকারক জ্ঞানই যথার্থজ্ঞান, এবং তদ্বিশিষ্ট যাহা নহে, তাহাতে তৎপ্রকারক জ্ঞান অযথার্থ জ্ঞান।

পূর্ব্বানুভব-জন্য সংস্কারদ্বারা স্মরণ জন্মে। তন্মধ্যে পূর্ব্বানুভবের যথার্থত্ব এবং অযথার্থত্বদ্বারা স্মরণও উভয়রূপ হয়।

অনুভবও দ্বিবিধ, যথা—প্রমা অর্থাৎ যথার্থ, এবং অযথার্থ অর্থাৎ ভ্রম। তন্মধ্যে—

প্রমা চারি প্রকার। তাহা পৃথগ্ ভাবে পরে কথিত হইবে। অযথার্থজ্ঞানও চারি প্রকার, যথা—বিপর্য্যয়, স্বপ্ন, এবং অনধ্যবসায়।

সংশয়, যথা—সমান-ধর্ম্ম-বিশিষ্ট ধর্ম্মীর জ্ঞান-বিশেষের অদর্শনে কোটিদ্বয়ের স্মরণের দ্বারা "এইটী স্থাণু কিংবা পুরুষ" এইরূপ যে জ্ঞান জন্মে, তাহাই সংশয়।

বিপর্য্যয়—সমান-ধর্ম্ম-বিশিষ্ট ধর্ম্মীর জ্ঞান-বিশেষের অদর্শন-

বুদ্ধিঃ জ্ঞানং, তদ্ দ্বিবিধং,—স্মরণম্ অনুভবশ্চ। স্মরণমপি দ্বিবিধং—যথার্থম্ অযথার্থঞ্চ। তদ্বতি তৎপ্রকারকত্বং যথার্থত্বম্। তদভাববতি তৎপ্রকারকত্বম্ অযথার্থত্বম্ পূর্ব্বানুভবঃ সংস্কারদ্বারা স্মরণং জনয়তি, তত্র পূর্ব্বানুভবস্য যথার্থত্বাযথার্থত্বাভ্যাং স্মরণমপি উভয়রূপং ভবতি। অনুভবো দ্বিবিধঃ—প্রমা অযথার্থশ্চ। তত্র প্রমা চতুর্বিধা, সা বক্ষ্যতে। অযথার্থজ্ঞানং চতুর্বিধং,—সংশয়ো বিপর্য্যয়ঃ স্বপ্নোঽনধ্যবসায়শ্চেতি। সংশয়ো যথা—সমানধর্ম্মবদ্‌ধর্মিজ্ঞানবিশেষাদর্শনকোটিদ্বয়স্মরণৈঃ অয়ং

বশতঃ এক কোটির স্মরণদ্বারা শুক্তিতে "ইহা রজত" এইরূপ যে জ্ঞান জন্মে, তাহাই বিপর্য্যয়। তন্মধ্যে—

গুরুমতে "ইদং" অর্থাৎ 'এই প্রকার' ইহা অনুভবাত্মক জ্ঞান, এবং এইটী "রজত" ইহা স্মরণাত্মক জ্ঞান। অতএব বিপর্য্যয়স্থলে গ্রহণ ও স্মরণাত্মক জ্ঞানদ্বয় জন্মিয়া থাকে। ইহা রজতত্ব-বিশিষ্ট জ্ঞান নহে। কারণ, অন্যের অন্য প্রকার ভান হইবার সামগ্রী থাকে না? আর এস্থলে প্রবৃত্তির কারণ—স্বতন্ত্র-ভাবে উপস্থিত ইষ্টভেদজ্ঞানের অভাব।

কিন্তু নৈয়ায়িকমতে উক্ত প্রবৃত্তির কারণ—বিশিষ্ট জ্ঞান; আর তজ্জন্যই ভ্রম সিদ্ধ হয়।

স্বপ্ন—অনুভূত পদার্থ স্মরণদ্বারা অদৃষ্ট এবং ধাতু-দোষবশতঃ উৎপন্ন হয়।

অনধ্যবসায়—"ইহা কিছু" এইরূপ জ্ঞানটী যখন বিশেষের অদর্শন-জন্য হয়, তখন তাহা অনধ্যবসায় পদবাচ্য হয়।

স্থাণু বা পুরুষো বা ইতি জ্ঞানং জন্যতে, স এব সংশয়ঃ। বিপর্য্যয়স্তু সমানধর্মবদ্‌ধর্মিজ্ঞানবিশেষাদর্শনৈককোটিস্মরণৈঃ শুক্তৌ ইদং রজতমিতি জ্ঞানং জন্যতে। তত্র গুরুমতে ইদম্ ইত্যনুভবাত্মকং জ্ঞানং, রজতমিতি স্মরণাত্মকং, তেন গ্রহণস্মরণাত্মকং জ্ঞানদ্বয়ং, ন তু রজতত্ব-বিশিষ্টজ্ঞানমিদম্, অন্যস্য অন্যথাভানসামগ্র্যভাবাৎ। প্রবৃত্তিশ্চ স্বতন্ত্রো-পস্থিতেষ্টভেদাগ্রহাৎ। নৈয়ায়িকমতে প্রবর্ত্তকং বিশিষ্টজ্ঞানং তেন ভ্রমঃ সিধ্যতি। স্বপ্নস্তু অনুভূতপদার্থস্মরণৈঃ অদৃষ্টেন ধাতুদোষেণ চ জন্যতে। অনধ্যবসায়শ্চ কিঞ্চিদিতি জ্ঞানং বিশেষাদর্শনাদ্ ভবতি। অত্র, 'যদি অয়ং

তর্ক—"যদি ইহা নির্ব্বহ্নি হইত, তাহা হইলে নির্ধূম হইত" এইরূপ জ্ঞান। ইহা বিপর্য্যয়ের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া বুঝিতে হইবে। কিন্তু, নৈয়ায়িকমতে স্বপ্ন ও অনধ্যবসায়কে বিপর্য্যয় মধ্যে প্রবিষ্ট করা হয়। আর তজ্জন্য সেই মতে অযথার্থ জ্ঞান দ্বিবিধ, যথা—সংশয় ও বিপর্য্যয়। ২৪

সুখ—ইহা ধর্ম্ম (অর্থাৎ শুভাদৃষ্ট) হইতে জন্মে।

দুঃখ—ইহা অধর্ম্ম (অর্থাৎ দুরদৃষ্ট) হইতে জন্মে।

ইচ্ছা—ইহা ইষ্ট-সাধনতাজ্ঞান হইতে জন্মে।

দ্বেষ—ইহা অনিষ্ট-সাধনতাজ্ঞান হইতে জন্মে।

কৃতি—ত্রিবিধ, যথা—জীবনযোনি, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি। প্রথমটী জীবন এবং অদৃষ্ট হইতে জন্মে। দ্বিতীয়টী ইচ্ছা হইতে জন্মে। তৃতীয়টী দ্বেষ হইতে জন্মে।

ধর্ম্ম—শ্রুতি-বিহিত (অর্থাৎ শাস্ত্রদ্বারা নির্দ্দিষ্ট) কর্ম্ম হইতে জন্মে।

অধর্ম্ম—শ্রুতি-বিরুদ্ধ (অর্থাৎ শাস্ত্র গর্হিত) কর্ম্ম হইতে জন্মে।

নির্বহ্নিঃ স্যাত্তদা নির্ধূমঃ স্যাৎ' ইতি তর্কো বিপর্য্যয়মধ্যে বোধ্যঃ। তত্র নৈয়ায়িকমতে স্বপ্নানধ্যবসায়ৌ বিপর্য্যয়মধ্যে প্রবিষ্টৌ। তেন তন্মতে অযথার্থজ্ঞানং দ্বিবিধং,—সংশয়ো বিপর্যয়শ্চেতি। ২৪

সুখং ধর্ম্মজন্যং। দুঃখমধর্ম্মজন্যম্। ইচ্ছা ইষ্টসাধনতাজ্ঞানজন্যা। দ্বেষোঽনিষ্টসাধনত্বজ্ঞানজন্যঃ। কৃতিস্ত্রিবিধা,—জীঁবনযোনিযত্নরূপা, প্রবৃত্তিঃ, নিবৃত্তিশ্চ। আদ্যা জীবনাদৃষ্টজন্যা। দ্বিতীয়া ইচ্ছাজন্যা। তৃতীয়া দ্বেষজন্যা। ধর্মঃ শ্রুতিবিহিঁতকর্মজন্যঃ। অধর্মঃ শ্রুতিবিরুদ্ধাচরণজন্যঃ। বেগাখ্যঃ সংস্কারঃ আদ্যক্রিয়াজন্যঃ দ্বিতীয়াদিক্রিয়াজনকঃ,যথা বেগেন বাণশ্চলতীতি।

সংস্কার—ত্রিবিধ, যথা—বেগ, ভাবনা ও স্থিতিস্থাপক। তন্মধ্যে বেগটী আদ্যক্রিয়া-জন্য এবং দ্বিতীয়াদি-ক্রিয়ার জনক। যেমন, বেগে বাণটী চলিতেছে। ভাবনাখ্য সংস্কারটী বিশিষ্ট-জ্ঞান-জন্য। স্থিতিস্থাপকটী কারণ-গুণের-প্রক্রমজন্য।

গুরুত্ব—কারণ-গুণের প্রক্রম হইতে জন্মে।

দ্রবত্ব—দ্বিবিধ, যথা—নৈমিত্তিক ও সাংসিদ্ধিক। তন্মধ্যে নৈমিত্তিক দ্রবত্ব—জতু, ঘৃত ও গলিত সুবর্ণে আছে; উহা অগ্নিসংযোগদ্বারা জন্মে। [সাংসিদ্ধিক দ্রবত্ব জন্মে না, অর্থাৎ নিত্য।]

স্নেহ—কারণগুণানুসারে জন্মে।

শব্দ—ত্রিবিধ, যথা—সংযোগজ, বিভাগজ এবং শব্দজ।

প্রথমটী—ভেরীদণ্ড-সংযোগ-জন্য, দ্বিতীয়টী—বংশ-দলদ্বয়-বিভাগ-জন্য এবং তৃতীয়টী সংযোগ বা বিভাগবশতঃ প্রথমে একটী শব্দ জন্মিলে সেই শব্দবশতঃ নিমিত্ত-বায়ু-সহকারে বীচিতরঙ্গ-ন্যায়ে অথবা কদম্ব-গোলক-ন্যায়ে যাহা জন্মে, তাহা।

ইতি গুণনিরূপণ। ২৫

ভাবনাখ্যঃ সংস্কারো বিশিষ্টজ্ঞানজন্যঃ। স্থিতিস্থাপকাখ্যঃ সংস্কারঃ কারণ-গুণপ্রক্রমজন্যঃ। গুরুত্বং কারণগুণপ্রক্রমজন্যম্। নৈমিত্তিকং দ্রবত্বং জতু-ঘৃতদ্রুতসুবর্ণাদীনাম্ অগ্নিসংযোগজন্যম্। স্নেহঃ কারণগুণপ্রক্রমজন্যঃ। শব্দঃ ত্রিবিধঃ,—সংযোগজঃ, বিভাগজঃ, শব্দজশ্চ; আদ্যো ভেরীদণ্ডসংযোগ-জন্যঃ, দ্বিতীয়ো বংশাদিদলদ্বয়বিভাগজন্যঃ, তৃতীয়স্তু সংযোগেন বিভা-গেন চ আদ্যে শব্দে জনিতে তেন শব্দেন নিমিত্তবায়ুসহকৃতেন বীচিত-রঙ্গন্যায়েন কদম্বগোলকন্যায়েন বা জন্যতে। ইতি গুণনিরূপণম্। ২৫

তৃতীয় পদার্থ—কর্ম্ম-নিরূপণ।

কর্ম্ম—পাঁচ প্রকার, যথা—উৎক্ষেপণ, অবক্ষেপণ, আকুঞ্চন, প্রসারণ ও গমন। উৎক্ষেপণত্বাদি 'জাতি' পদার্থ।

কর্ম্মগুলি পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু এবং মনে থাকে, ইহারা অনিত্য। প্রত্যক্ষদ্রব্যবৃত্তি কর্ম্ম-গুলি প্রত্যক্ষ, অতীন্দ্রিয়দ্রব্য-বৃত্তি কর্ম্মগুলি অপ্রত্যক্ষ।

কর্ম্ম-প্রক্রিয়া যথা,—নোদনাখ্য (শব্দাহেতু) সংযোগদ্বারা আদ্য কর্ম্ম জন্মে। দ্বিতীয়াদি কর্ম্ম—বেগজন্য। ক্রিয়া হইতে বিভাগ হয়। বিভাগ হইতে পূর্ব্ব-সংযোগ-নাশ হয়। তৎপরে উত্তর-দেশ-সংযোগোৎপত্তি, তৎপরে কর্ম্ম ও বিভাগনাশ হয়।

ইতি কর্ম্মনিরূপণ। ২৬

চতুর্থ পদার্থ—সামান্য নিরূপণ।

সামান্য অর্থাৎ জাতি, ইহা ত্রিবিধ; যথা,—ব্যাপক, (অর্থাৎ পরা) ব্যাপ্য, (অর্থাৎ অপরা) এবং ব্যাপ্যব্যাপক (অর্থাৎ পরা-

---

উৎক্ষেপণাবক্ষেপণাকুঞ্চনপ্রসারণগমনানি পঞ্চকর্ম্মাণি। উৎক্ষেপণত্বা-দীনি জাতয়ঃ। পৃথিবীজলতেজোবায়ুমনোবৃত্তীনি কর্ম্মাণি সর্ব্বাণি অনি-ত্যানি, অতীন্দ্রিয়বৃত্তীনি অতীন্দ্রিয়াণি, প্রত্যক্ষবৃত্তীনি প্রত্যক্ষাণি।

অথ কর্ম্মপ্রক্রিয়া,—সংযোগেন নোদনাখ্যেন আদ্যং কর্ম্ম জন্যতে, দ্বিতীয়াদি বেগজন্যম্। ক্রিয়াতো বিভাগঃ, বিভাগাৎ পূর্ব্বসংযোগনাশঃ, ততঃ উত্তরদেশসংযোগোৎপত্তিঃ, ততঃ কর্ম্মবিভাগয়োঃ নাশঃ ইতি কর্ম্মনিরূপণম্। ২৬

সামান্যং ত্রিবিধং—ব্যাপকং, ব্যাপ্যং, ব্যাপ্যব্যাপকঞ্চ, ব্যাপকং সত্তা, ব্যাপ্যং ঘটত্বাদি, দ্রব্যত্বাদি ব্যাপ্যব্যাপকম্।

পরাত্মক)। ব্যাপক যথা—সত্তা, ব্যাপ্য যথা—ঘটত্বাদি, ব্যাপ্য-ব্যাপক যথা—দ্রব্যত্বাদি।

জাতির বাধক ছয়টী; যথা,—ব্যক্তির অভেদ, যেমন আকাশত্ব; তুল্যত্ব, যথা—ঘটত্ব কলসত্ব; সঙ্কর, যথা—ভূতত্ব মূর্ত্তত্ব; অনবস্থা, যথা—জাতিত্বাদি; রূপহানি, যেমন বিশেষত্ব এবং অসম্বন্ধ যেমন অত্যন্তাভাব। (বিবরণ গ্রন্থান্তরে দ্রষ্টব্য।)

সামান্যের লক্ষণ—যাহা নিত্য অথচ অনেক-সমবেত, তাহাই সামান্য বা জাতি। যথা ঘটত্ব, পটত্ব, দ্রব্যত্ব, সত্তা ইত্যাদি।

সামান্য অর্থাৎ জাতিগুলি—সবই নিত্য। তন্মধ্যে—

যেগুলি অতীন্দ্রিয়বৃত্তি তাহা অতীন্দ্রিয়, এবং যাহা প্রত্যক্ষ-বৃত্তি তাহা প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে।

ইতি সামান্যনিরূপণ। ২৭

পঞ্চম পদার্থ—বিশেষনিরূপণ।

বিশেষ—যাহা নিত্যদ্রব্যে থাকে এবং অন্ত্য, (অর্থাৎ জাতি ও জাতিমদ্ভিন্ন) তাহাই বিশেষ। ইহারা বহু, নিত্য এবং অতীন্দ্রিয়।

"ব্যক্তেরভেদস্তুল্যত্বং সঙ্করোঽথানবস্থিতিঃ।
রূপহানিরসম্বন্ধো জাতিবাধকসংগ্রহঃ।"

নিত্যত্বে সতি অনেকসমবেতত্বমিতি সামান্যলক্ষণম্। সামান্যানি নিত্যান্যেব, অতীন্দ্রিয়বৃত্তীনি অতীন্দ্রিয়ানি প্রত্যক্ষবৃত্তীনি প্রত্যক্ষাণি।২৭

নিত্যদ্রব্যবৃত্তয়োঽন্ত্যাঃ বিশেষাঃ। তে চ বহবো নিত্যা অতীন্দ্রিয়াশ্চ।

প্রলয়কালে পরমাণু-ভেদের জন্য ইহাদিগকে স্বীকার করা হয়; কারণ, তাহারা তাহাদের বৈধর্ম্ম্যের ব্যাপ্য হয়।

ইতি বিশেষনিরূপণ। ২৮

ষষ্ঠ পদার্থ—সমবায়-নিরূপণ।

সমবায়—নিজের সম্বন্ধিভিন্ন যে নিত্যসম্বন্ধ তাহা সমবায়। ইহার ফলে, অর্থাৎ সম্বন্ধিভিন্ন বলায় স্বরূপ-সম্বন্ধ ও নিত্য বলায় সংযোগসম্বন্ধকে নিরস্ত করা হইল। "এই ঘটে ঘটত্ব আছে" এইরূপ প্রতীতিই ইহার প্রমাণ।

ন্যায়মতে সমবায়টী প্রত্যক্ষ হয়, তাহা এক ও নিত্য।

ইতি সমবায়নিরূপণ। ২৯

নবদ্রব্য ও চতুর্ব্বিংশতি গুণবিষয়ক সংশয় ও তাহার নিবারণ।

যদি বল অন্ধকার এবং সুবর্ণাদিকে পৃথক্ দ্রব্য বলা হয় না কেন; এবং আলস্যাদি কেন পৃথক্ গুণ নহে? ইহার উত্তর এই যে, অন্ধকারটী তেজের অভাব, এবং সুবর্ণটী তেজই। আর

প্রলয়ে পরমাণূনাং ভেদায় তে স্বীক্রিয়ন্তে তেষাং বৈধর্ম্ম্যব্যাপ্যত্বাদিতি। ২৮

স্বসম্বন্ধিভিন্নো নিত্যঃ সম্বন্ধঃ সমবায়ঃ, তেন স্বরূপসম্বন্ধস্য সংযোগস্য চ নিরাসঃ। 'ইহ ঘটে ঘটত্বম্' ইতি প্রতীতিস্তত্র প্রমাণম্। নৈয়ায়িকমতে সমবায়ঃ প্রত্যক্ষঃ, স চ একো নিত্যশ্চ। ২৯

নন্বন্যান্যপি অন্ধকারসুবর্ণাদীনি দ্রব্যাণি সন্তি, আলস্যাদয়ো গুণা

আলস্যটী কৃতির অভাব। (অন্য স্থলে ওরূপ আশঙ্কা জন্মিলে তাহাও উক্তরূপে খণ্ডিত হইবে।) ইতি ভাবপদার্থ নিরূপণ। ৩০

সপ্তম পদার্থ—অভাব-নিরূপণ।

অভাব দ্বিবিধ, যথা—সংসর্গাভাব এবং অন্যোন্যাভাব। তন্মধ্যে প্রথমটী ত্রিবিধ, যথা—প্রাগভাব, ধ্বংস এবং অত্যন্তাভাব। প্রাগভাবটী বিনাশী কিন্তু অজন্য। ধ্বংসটী জন্য কিন্তু অবিনাশী। অত্যন্তাভাব ও অন্যোন্যাভাব অজন্য ও অবিনাশী অর্থাৎ নিত্য।

যোগ্যের অনুপলব্ধি হইলেই অভাবের প্রত্যক্ষ হয়। অনুপলব্ধি জ্ঞান না থাকিলে তাহা অতীন্দ্রিয় অর্থাৎ অপ্রত্যক্ষ।

(অভাবের ধর্ম্ম যে অভাবত্ব, তাহা জাতি নহে। তাহা উপাধি। যাহার অভাব, তাহার নাম প্রতিযোগী। যেমন ঘটাভাবের প্রতিযোগী হয় ঘট। "ঘট হইবে" বলিলে ঘটের প্রাগভাব বুঝায়, "ঘট নষ্ট" বলিলে ঘটের ধ্বংস বুঝায়, "ঘট নাই" বলিলে ঘটের অত্যন্তাভাব বুঝায় এবং "ঘট নহে" বলিলে ঘটের অন্যোন্যাভাব বুঝায়।) ৩১

ইতি প্রথম পরিচ্ছেদে বিষয়কাণ্ডে পদার্থনিরূপণ।

অপি সন্তি, কথং নবৈব ইত্যাদি। মৈবম্। অন্ধকারো ন দ্রব্যং, কিন্তু তেজোঽভাবঃ। সুবর্ণং তেজ এব। আলস্যং কৃত্যভাব এব। এবমন্যদপি বোধ্যম্ ৩০

অভাবো দ্বিবিধঃ,—সংসর্গাভাবোঽন্যোন্যাভাবশ্চ। আদ্যস্ত্রিবিধঃ,—প্রাগভাবঃ, ধ্বংসঃ, অত্যন্তাভাবশ্চ। প্রাগভাবো বিনাশী অজন্যঃ। ধ্বংসো জন্যো অবিনাশী চ। অত্যন্তাভাবান্যোন্যাভাবৌ তু অজন্যৌ অবিনাশিনৌ। যোগ্যানুপলব্ধ্যা অভাবঃ প্রত্যক্ষঃ; অন্যত্র তু অতীন্দ্রিয়ঃ। ৩১

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—জ্ঞানকাণ্ড।

প্রমা চারি প্রকার, যথা—প্রত্যক্ষ, অনুমিতি, উপমিতি ও শাব্দ। ইহাদের করণকে যথাক্রমে প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ বলা হয়। (প্রমা শব্দের অর্থ যথার্থ জ্ঞান।)

প্রত্যক্ষনিরূপণ।

উক্ত প্রত্যক্ষ প্রমা দ্বিবিধ, যথা—নির্ব্বিকল্পক ও সবিকল্পক।

প্রত্যক্ষ প্রমার করণ ছয়টী ইন্দ্রিয়; যথা—ঘ্রাণ, রসনা, চক্ষুঃ, ত্বক্, শোত্র ও মন। ইহারা সন্নিকর্ষ সহকারে প্রত্যক্ষ-প্রমা উৎপাদন করে।

সন্নিকর্ষ দ্বিবিধ, যথা—লৌকিক ও অলৌকিক।

অলৌকিক সন্নিকর্ষ আবার ত্রিবিধ, যথা—জ্ঞান-লক্ষণা, সামান্য-লক্ষণা ও যোগজ।

লৌকিক সন্নিকর্ষ ঐরূপ ষড়্‌বিধ, যথা—১ সংযোগ, ২ সংযুক্ত-সমবায়, ৩ সংযুক্ত-সমবেত সমবায়, ৪ সমবায়, ৫ সমবেত-সমবায় এবং ৬ বিশেষণতা অর্থাৎ স্বরূপ।

অথ প্রমা কথ্যতে, সা চতুর্বিধা, প্রত্যক্ষানুমিত্যুপমিতিশাব্দভেদাৎ; তৎকরণানি প্রমাণানি চত্বারি—প্রত্যক্ষানুমানোপমানশব্দভেদাৎ।

তত্র প্রত্যক্ষং দ্বিবিধং—নির্ব্বিকল্পকং সবিকল্পকং চ। প্রত্যক্ষকরণানি ষড়িন্দ্রিয়াণি;—ঘ্রাণরসনচক্ষুস্ত্বক্শ্রোত্রমনাংসি। এতানি সন্নিকর্ষসহিতানি প্রত্যক্ষং জনয়ন্তি। সন্নিকর্ষশ্চ লৌকিকোঽলৌকিকশ্চ, অলৌকিকস্ত্রিবিধঃ—জ্ঞানলক্ষণা, সামান্যলক্ষণা, যোগজশ্চ। লৌকিকঃ ষড়্-বিধঃ,—সংযোগঃ, সংযুক্তসমবায়ঃ, সংযুক্তসমবেতসমবায়ঃ, সমবায়ঃ,

ইহাদের মধ্যে সংযোগাখ্য সন্নিকর্ষ (সম্বন্ধ) দ্বারা দ্রব্যের প্রত্যক্ষ হয়। সংযুক্তসমবায়দ্বারা শব্দভিন্ন যে গুণ, সেই গুণ, কর্ম্ম, এবং দ্রব্যবৃত্তি যে জাতি তাহাদের প্রত্যক্ষ হয়। সংযুক্ত-সমবেত-সমবায়দ্বারা শব্দমাত্রবৃত্তি যে জাতি, সেই জাতিভিন্ন গুণবৃত্তিজাতি এবং কর্ম্মবৃত্তি যে জাতি, তাহার প্রত্যক্ষ হয়। সমবায়দ্বারা শব্দের প্রত্যক্ষ হয়। সমবেত-সমবায়দ্বারা শব্দবৃত্তি জাতির (শব্দত্বের) প্রত্যক্ষ হয়। বিশেষণতাদ্বারা সমবায় এবং অভাবের প্রত্যক্ষ হয়। ৩২

অলৌকিক ত্রিবিধ সন্নিকর্ষের মধ্যে জ্ঞানলক্ষণার দ্বারা "সুরভি-চন্দন" এইরূপ চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয়। সামান্যলক্ষণার দ্বারা ঘটত্বরূপে যাবদ্-ঘটের প্রত্যক্ষ হয়। যোগজ ধর্ম্মদ্বারা যোগিগণের সর্ব্বপদার্থের প্রত্যক্ষ হয়।

নির্ব্বিকল্পক-প্রত্যক্ষটী বিশেষ্যতা এবং প্রকারতাদি-রহিত বস্তুস্বরূপমাত্রের জ্ঞান মাত্র। সবিকল্পক-প্রত্যক্ষটী প্রকারতাদি-বিশিষ্ট জ্ঞান হইয়া থাকে।

সমবেতসমবায়ঃ, বিশেষণতা চেতি। সংযোগেন দ্রব্যগ্রহঃ, সংযুক্ত-সমবায়েন শব্দান্যগুণকর্ম্মদ্রব্যবৃত্তিজাতীনাং প্রত্যক্ষং, সংযুক্তসমবেত-সমবায়েন শব্দমাত্রবৃত্তিজাতীতরগুণবৃত্তিকর্ম্মবৃত্তিজাতীনাং প্রত্যক্ষং, সম-বায়েন শব্দস্য, সমবেতসমবায়েন শব্দবৃত্তিজাতীনাং, বিশেষণতয়া অভা-বস্য. সমবায়স্য চ প্রত্যক্ষম্। ৩২

অলৌকিকঃ স যথা, জ্ঞানলক্ষণয়া 'সুরভি চন্দনম্' ইতি চাক্ষুষং জ্ঞানং সামান্যলক্ষণয়া ঘটত্বেন রূপেণ যাবদ্ঘটজ্ঞানং যোগজধর্ম্মেণ যোগিনাং সর্ব্বজ্ঞানম্। তত্র নির্ব্বিকল্পকং বিশেষ্যপ্রকারাদিরহিতং বস্তুস্বরূপমাত্র-

প্রকারতা বলিতে, ভাসমান বৈশিষ্ট্যের অর্থাৎ সম্বন্ধের প্রতিযোগিতাকে বুঝিতে হইবে। যেমন "এই ঘট" বলিলে "এই"টী বিশেষ্য এবং "ঘটত্ব"টী হয় প্রকার। ভাসমান বৈশিষ্ট্য উহাদের সমবায়। ইহার প্রতিযোগী ঘটত্ব। বিশিষ্ট-বৈশিষ্ট্য জ্ঞানটী সবিকল্পকই হয়। যেমন "এই দণ্ডী"। এস্থলে দণ্ডত্ব-বিশিষ্টের বৈশিষ্ট্যটী পুরুষে ভাসে।

ইহার প্রক্রিয়া এইরূপ যথা—প্রথমে ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ হইতে "ঘট ও ঘটত্ব" এইরূপ নির্ব্বিকল্পক জ্ঞান হয়। তৎপরে "এই ঘট" এইরূপ বিশিষ্টজ্ঞানটী হয়। ৩৩

এস্থলে "পরতঃ প্রামাণ্য-গ্রহ" অর্থাৎ জ্ঞানের প্রামাণ্য স্বতোগ্রাহ্য নহে, ইহা নৈয়ায়িকের মত। অর্থাৎ জ্ঞানের প্রামাণ্য-জ্ঞানটী, অপর জ্ঞানের সাহায্যে হয়। যথা, প্রথমে "ঘট" এইরূপ ব্যবসায়-জ্ঞান হয়, তাহার পর "আমি ঘট জানিতেছি" এইরূপ অনুব্যবসায়-জ্ঞান হয়। তাহার পর প্রামাণ্য এবং অপ্রামাণ্য

জ্ঞানং, সবিকল্পকং সপ্রকারকম্। ভাসমানবৈশিষ্ট্যপ্রতিযোগিত্বং প্রকারত্বং, যথা 'অয়ং ঘটঃ'—ইত্যত্র অয়ং বিশেষ্যঃ, ঘটত্বং প্রকারঃ, ভাসমান-বৈশিষ্ট্যং তয়োঃ সমবায়ঃ, তস্য প্রতিযোগি ঘটত্বম্। সবিকল্পকমেব বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যজ্ঞানং; যথা 'অয়ং দণ্ডী'—ইত্যত্র দণ্ডত্ববিশিষ্টস্য বৈশিষ্ট্যং পুরুষে ভাসতে।

অথ প্রক্রিয়া—আদৌ ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষাৎ 'ঘটঘটত্বে' ইতি নির্ব্বিকল্পকং, ততঃ, 'অয়ং ঘটঃ' ইতি বিশিষ্টজ্ঞানম্। ৩৩

অত্র 'পরতঃ প্রামাণ্যগ্রহঃ' ইতি নৈয়ায়িকাঃ, যথা আদৌ 'ঘটঃ' ইতি ব্যবসায়ঃ, ততঃ 'ঘটমহং জানামি' ইত্যনুব্যবসায়ঃ, ততঃ 'প্রামাণ্যা-

এই কোটিদ্বয়ের স্মরণ হয়। তৎপরে অর্থাৎ চতুর্থক্ষণে "এই জ্ঞানটী প্রমা কিংবা অপ্রমা" এইরূপ প্রামাণ্য-সংশয় হয়। তাহার পর বিশেষদর্শন হইয়া প্রামাণ্য-জ্ঞান হয়। এই প্রামাণ্য-জ্ঞানরূপ যে অনুমিতি হয়, তাহার আকার এইরূপ হয়, যথা—

এই জ্ঞানটী—প্রমা। ... ... (প্রতিজ্ঞা)
যেহেতু, সমর্থপ্রবৃত্তিজনকতা ইহাতে আছে। ... (হেতু)
অন্য জ্ঞানবৎ। ... ... (উদাহরণ)

কিন্তু, মীমাংসক বলেন—জ্ঞানের প্রামাণ্যগ্রহ স্বতঃই হইয়া থাকে। সেই মীমাংসকগণের মধ্যে গুরু এবং প্রভাকর মতে "এই ঘট"—এই জ্ঞানটী, বিষয়কে আর নিজেকে এবং জ্ঞানের প্রামাণ্য পর্য্যন্তকে অবগাহন করে।

কিন্তু মুরারী মিশ্রের মতে "এই ঘট" এই জ্ঞানের পর "আমি ঘট জানিতেছি" এইরূপ অনুব্যবসায় হয়, আর তাহার দ্বারাই সেই জ্ঞানের প্রামাণ্য-জ্ঞান হয়।

আর কুমারিল ভট্টের মতে জ্ঞান অতীন্দ্রিয় বলিয়া জ্ঞানটী

প্রামাণ্যে' ইতি কোটিদ্বয়স্মরণম্; অথ চতুর্থে "ইদং জ্ঞানং প্রমা ন বা" ইতি প্রামাণ্যসংশয়ঃ, ততো বিশেষদর্শনানন্তরং প্রামাণ্যগ্রহঃ,—ইদং জ্ঞানং প্রমা, সমর্থপ্রবৃত্তিজনকত্বাৎ জ্ঞানান্তরবৎ। স্বতঃ প্রামাণ্যগ্রহঃ ইতি ত্রয়ো মীমাংসকাঃ, তত্র গুরুমতে 'অয়ং ঘটঃ' ইতি জ্ঞানং, বিষয়ং, আত্মানং, জ্ঞানপ্রামাণ্যং চ গৃহ্নাতি। মুরারিমিশ্রমতে 'অয়ং ঘটঃ' ইতি জ্ঞানানন্তরং ঘটমহং জানামীত্যনুব্যবসায়ঃ, তেনৈব প্রামাণ্যগ্রহঃ। ভট্ট-মতে জ্ঞানস্য অতীন্দ্রিয়ত্বেন জ্ঞানমনুমেয়ং যথা, তথা তদ্বৃত্তি প্রামাণ্যঞ্চ

যেমন অনুমেয়, তদ্রূপ সেই জ্ঞানবৃত্তিপ্রামাণ্যও অনুমেয়। যেমন "এইটী ঘট" এই জ্ঞানের পর ঘটে একটী জ্ঞাততা উৎপন্ন হয়। তৎপরে "আমার দ্বারা ঘটটী জ্ঞাত" এইরূপ জ্ঞাততার প্রত্যক্ষ হয়। তাহার পর ব্যাপ্যাদির অর্থাৎ হেতুর প্রত্যক্ষের পর জ্ঞানের অনুমান হয়। সেই অনুমানটী এইরূপ যথা—

আমি, ঘটত্ব-প্রকারক-জ্ঞানবান্। (প্রতিজ্ঞা)

যেহেতু, আমাতে ঘটত্ব-প্রকারক-জ্ঞাততাবত্তা রহিয়াছে। (হেতু)

বস্তুতঃ এতদ্দ্বারাই তাহার ধর্ম্ম-ধর্ম্মি-বিষয়কত্ব-পুরস্কারে প্রামাণ্যের অনুমান হয়। ৩৪

ইতি প্রত্যক্ষ নিরূপণ।

অনুমিতিনিরূপণ।

অনুমিতির করণই অনুমান। অনুমিতিত্ব একটী জাতি। যে কারণটী ব্যাপার-জনক হয়, তাহাই করণ-পদবাচ্য হয়। ব্যাপার অর্থ—যাহা করণ হইতে জন্মিয়া সেই করণ-জন্য প্রকৃত

তথাহি 'অয়ং ঘটঃ' ইতি জ্ঞানানন্তরং ঘটে জ্ঞাততা উৎপদ্যতে, ততো 'জ্ঞাতো ময়া ঘটঃ' ইতি জ্ঞাততাপ্রত্যক্ষং, ততো ব্যাপ্যাদিপ্রত্যক্ষানন্তরং জ্ঞানানুমানং ; যথা, অহং ঘটত্বপ্রকারকজ্ঞানবান্, ঘটত্বপ্রকারকজ্ঞাততাবত্ত্বাৎ, তাবতৈব তস্য ধর্মধর্মিবিষয়কত্বেন প্রামাণ্যানুমানম্। ইতি প্রত্যক্ষনিরূপণম্। ৩৪

অনুমিতিকরণমনুমানং, অনুমিতিত্বং জাতিঃ, ব্যাপারবৎ কারণং করণং, ব্যাপারশ্চ তজ্জন্যত্বে সতি তজ্জন্যজনকঃ। হেতুজ্ঞানাদি করণং,

কার্য্যের জনক হয়। এই করণ এখানে (ব্যাপ্তিবিশিষ্ট) হেতুর জ্ঞানাদি। পরামর্শ টী ব্যাপার; পরামর্শ শব্দের অর্থ—ব্যাপ্তি-বিশিষ্ট-পক্ষধর্ম্মতা-জ্ঞান। যেমন "বহ্নিমান্ ধূমাৎ" এই অনুমিতি-কালে বহ্নির ব্যাপ্য যে ধূম, সেই ধূমবান্ পক্ষ এই জ্ঞানটী পরামর্শ পদবাচ্য হইয়া থাকে।

অনুমিতির ক্রম এইরূপ—প্রথমে, মহানসাদিতে ধূমে বহ্নির সামানাধিকরণ্য জ্ঞান হইলে, অর্থাৎ যে মহানসে ধূম থাকে, সেই মহানসে বহ্নি আছে—এইরূপ জ্ঞান হইলে "ধূমটী, বহ্নি-ব্যাপ্য" এইরূপ অনুভব হয়—ইহাই ব্যাপ্তি-স্মরণের জনক হয়। তাহার পর সময়ান্তরে পর্ব্বতে ধূম দেখিলে ঐ ব্যাপ্তির স্মরণ হয়—ইহাই অনুমিতির করণ ব্যাপ্তি জ্ঞান। তাহার পর ব্যাপ্তি-বিশিষ্টের যে বৈশিষ্ট্য-জ্ঞান হয়, অর্থাৎ এই পর্ব্বতটী বহ্নিব্যাপ্যধূমবান্—এইরূপ যে জ্ঞান হয়, তাহারই নাম পরামর্শ; ইহাই অনুমিতির ব্যাপার। ইহারই নাম তৃতীয় লিঙ্গপরামর্শ। ইহার সহিত পক্ষতা থাকিলে "পর্ব্বতটী বহ্নিমান্" এইরূপ অনুমিতি হয়। (পক্ষতার জন্য ৪১পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। ৩৫

পরামর্শো ব্যাপারঃ। পরামর্শশ্চ ব্যাপ্তিবিশিষ্টপক্ষধর্মতাজ্ঞানং, যথা বহ্নিব্যাপ্যধূমবানয়ম্'শ্চইতি। আদৌ মহানসাদৌ ধূমে বহ্নিসামানাধি-করণ্যগ্রহে সতি 'ধূমো বহ্নিব্যাপ্যঃ' ইত্যনুভবো জায়তে, ততঃ কালান্তরে, পর্বতে ধূমে দৃষ্টে সতি ব্যাপ্তিস্মরণং, ততশ্চ ব্যাপ্তিবিশিষ্টবৈশিষ্ট্যজ্ঞানং 'বহ্নিব্যাপ্যধূমবানয়ম্' ইতি তৃতীয়লিঙ্গপরামর্শঃ। পক্ষতাসহিতেন তেন 'পর্বতো বহ্নিমান্' ইত্যনুমিতির্জন্যতে। ৩৫

ব্যাপ্তির লক্ষণ—হেতু-সমানাধিকরণ যে অত্যন্তাভাব, সেই অত্যন্তাভাবের অপ্রতিযোগী যে সাধ্য, সেই সাধ্যের সহিত (হেতুর) সামানাধিকরণ্য।

যেমন "বহ্নিমান্-ধূমাৎ" এই সদ্ধেতুক অনুমানের স্থলে বহ্নি হইতেছে সাধ্য এবং ধূম হইতেছে হেতু, সেই হেতুসমানাধিকরণ যে অত্যন্তাভাব, অর্থাৎ হেতুর সহিত একত্র থাকে যে ঘটাভাব, পটাভাব প্রভৃতি, (বহ্ন্যভাব থাকে না), সেই অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী ঘটপটাদি হয়, এবং অপ্রতিযোগী হয় বহ্নি, এবং সেই বহ্নিই এ স্থলে সাধ্য হওয়ায় সেই বহ্নিরূপ সাধ্যের সহিত, হেতু যে ধূম, সেই ধূমের সামানাধিকরণ্য অর্থাৎ একাধিকরণবৃত্তিত্ব থাকায়, এজন্য এ স্থলে যে ব্যাপ্তি আছে, তাহাতে এই লক্ষণটী প্রযুক্ত হইতে পারিল; কিন্তু "ধূমবান্ বহ্নেঃ" এই অসদ্ধেতুক অনুমানস্থলে এই লক্ষণটী প্রযুক্ত হইতে পারিল না; কারণ এখানে উক্ত লক্ষণঘটক যে হেতুসমানাধিকরণ অত্যন্তাভাব, সেই অভাব বলিতে ধূমাভাব ধরিতে পারা যায়, আর ধূমাভাব ধরিলে সেই অভাবের অপ্রতিযোগী সাধ্য হয় না। সুতরাং লক্ষণটী যাইল না।

আর এইরূপ মাত্র ব্যাপ্তির লক্ষণ হইলে "এইটী সংযোগবান্; যেহেতু, দ্রব্যত্ব রহিয়াছে" এই সদ্ধেতুক অনুমিতি-স্থলে এই লক্ষণটী ত যায় না, অব্যাপ্তি হয়: কারণ, এখানে সাধ্য—সংযোগ, হেতু—

ব্যাপ্তিশ্চ হেতুসমানাধিকরণাত্যন্তাভাবাপ্রতিযোগিসাধ্যসামানাধিকরণ্যম্। ন চ, 'অয়ং সংযোগবান্ দ্রব্যত্বাৎ' ইত্যত্র অব্যাপ্তিঃ, প্রতি-

দ্রব্যত্ব; সুতরাং হেতুসমানাধিকরণ অত্যন্তাভাব ধরা যাইতে পারে—সংযোগাভাব; যেহেতু, হেতু-দ্রব্যত্ব থাকে দ্রব্যে, সংযোগাভাব সেই সংযোগবদ্ দ্রব্যেও থাকে; অতএব এই সংযোগাভাবের অপ্রতিযোগী সাধ্যরূপ সংযোগটী হইল না, কিন্তু প্রতিযোগীই হইল, অর্থাৎ লক্ষণের অব্যাপ্তি হইল—ইহাও বলা যায় না, কারণ; এই অব্যাপ্তি-বারণ-জন্য "প্রতিযোগি-ব্যধিকরণ—" এই বিশেষণটুকু উক্ত লক্ষণ-মধ্যস্থ অত্যন্তাভাবে দিতে হইবে। এই বিশেষণ দেওয়ায়—প্রতিযোগি-ব্যধিকরণ-হেতু-সমানাধিকরণ অত্যন্তাভাবরূপে আর সংযোগাভাবকে ধরা গেল না; কারণ, সংযোগাভাবটী প্রতিযোগি-ব্যধিকরণ হয় না। অতএব, সমগ্র ব্যাপ্তিলক্ষণটী হইল "প্রতিযোগি-ব্যধিকরণ-হেতু-সমানাধিকরণ-অত্যন্তাভাবাপ্রতিযোগি-সাধ্যসামানাধিকরণ্য।"

এই ব্যাপ্তিজ্ঞানই অনুমিতির করণ অর্থাৎ অসাধারণ কারণ। *

পক্ষতা শব্দের অর্থ—সাধন করিবার ইচ্ছার অভাবসহকৃত যে সিদ্ধি, সেই সিদ্ধির অভাব। (ইহাও অনুমিতির প্রতি একটী কারণ।) ৩৬

যোগিব্যধিকরণহেতুসমানাধিকরণাত্যন্তাভাবাপ্রতিযোগিসাধ্যসামানাধিকরণ্যমিত্যর্থাৎ। *

পক্ষতা চ সিষাধয়িষাবিরহসহকৃতসিদ্ধ্যভাবঃ। ৩৬

* এতদপেক্ষা সহজ ব্যাপ্তিলক্ষণও আছে, যথা "সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বম্" অথবা "সাধ্যবদন্যাবৃত্তিত্বম্" কিন্তু ইহারা কেবলান্বয়ী অনুমানস্থলে প্রযুক্ত হয় না। এজন্য ব্যাপ্তিপঞ্চক দ্রষ্টব্য।

অনুমান দ্বিবিধ, যথা—স্বার্থ এবং পরার্থ। তন্মধ্যে—

পরার্থ অনুমানে পাঁচটী অবয়বের আবশ্যকতা হয়।

অবয়ব পাঁচটী, যথা—১ প্রতিজ্ঞা, ২ হেতু, ৩ উদাহরণ, ৪ উপনয় ও ৫ নিগমন। যথা—

প্রথম অবয়ব	...	এইটী বহ্নিমান্—ইহা প্রতিজ্ঞা।
দ্বিতীয় "	...	যেহেতু, ধূম রহিয়াছে—ইহা হেতু।
তৃতীয় "	...	যাহা যাহা ধূমবান্, তাহা বহ্নিমান্, যথা—মহানস,—ইহা উদাহরণ।
চতুর্থ "	...	বহ্নির ব্যাপ্য ধূমবান্ই এইটী—ইহা উপনয়।
পঞ্চম "	...	সুতরাং ইহা বহ্নিমান্—ইহা নিগমন।

স্বার্থ অনুমানটী কেবল ব্যাপ্তি প্রভৃতি জ্ঞান হইতে জন্মে। এস্থলে পরকে বুঝাইবার জন্য ঐরূপ "ন্যায়" প্রয়োগ আবশ্যক হয় না।৩৭

এই অনুমান তিন প্রকার, যথা—১ কেবলান্বয়ী, ২ কেবল-ব্যতিরেকী এবং ৩ অন্বয়ব্যতিরেকী।

অনুমানং দ্বিবিধং;—স্বার্থং পরার্থং চ, তত্র পরার্থং পঞ্চাবয়বসাধ্যম্। অবয়বাশ্চ প্রতিজ্ঞা-হেতূদাহরণোপনয়নিগমনানি; যথা, অয়ং বহ্নিমান্ ধূমাৎ, যো যো ধূমবান্ স বহ্নিমান্ যথা মহানসম্, বহ্নিব্যাপ্যধূমবান্ অয়ম্, তস্মাৎ বহ্নিমান্, ইতি। স্বার্থং চ স্বীয়ব্যাপ্ত্যাদিজ্ঞানসাধ্যং, ন তত্র পরপ্রতিপত্ত্যর্থমেবম্ আহ শব্দপ্রয়োগম্। ৩৭

তচ্চ অনুমানং ত্রিবিধং, কেবলান্বয়ি-কেবলব্যতিরেক্যন্বয়ব্যতিরেকি

১। কেবলান্বয়ী, যথা—যেস্থলে সাধ্যের ব্যতিরেক কোথাও নাই, তাহাই কেবলান্বয়ী, যেমন "ঘটটী অভিধেয়, যেহেতু তাহাতে প্রমেয়ত্ব রহিয়াছে।" এস্থলে সাধ্য যে অভিধেয়ত্ব, তাহার ব্যতিরেক অর্থাৎ অভাব কোথাও নাই। এই জন্য ইহা কেবলান্বয়ী।

২। কেবল-ব্যতিরেকী, যথা—যে স্থলে সাধ্যের প্রসিদ্ধি, পক্ষের অতিরিক্তস্থলে নাই, তাহা কেবল-ব্যতিরেকী। যেমন "পৃথিবী ইতরভেদবতী, যেহেতু পৃথিবীত্ব রহিয়াছে।" এখন যেস্থলে ইতরভেদের অভাব রহিয়াছে, সেই স্থলেই পৃথিবীত্বের অভাবও রহিয়াছে, যেমন—জলাদি, এই জল হইল ব্যতিরেকী দৃষ্টান্ত। অন্বয়ী দৃষ্টান্ত ইহার নাই।

ব্যতিরেক-ব্যাপ্তিতে কিন্তু সাধ্যাভাবটী ব্যাপ্য এবং হেত্বভাবটী ব্যাপক হয়।

৩। যেখানে সাধ্য এবং সাধ্যাভাব উভয়ই অন্যত্রও প্রসিদ্ধ হয়, তাহা অন্বয়-ব্যতিরেকী অনুমিতি। যেমন "পর্ব্বত—বহ্নিমান্, যেহেতু ধূম রহিয়াছে।"

ভেদাৎ। যত্র সাধ্যব্যতিরেকো ন কুত্রাপ্যস্তি স কেবলান্বয়ী, যথা,'ঘটোঽভিধেয়ঃ, প্রমেয়ত্বাৎ' ইত্যত্র অভিধেয়ত্বস্য সাধ্যস্য ব্যতিরেকো ন কুত্রাপ্যস্তি। যত্র সাধ্যপ্রসিদ্ধিঃ পক্ষাতিরিক্তে নাস্তি, স কেবলব্যতিরেকী, যথা, "পৃথিবী ইতরেভ্যো ভিদ্যতে, পৃথিবীত্বাৎ", যত্র ইতরভেদাভাবঃ তত্র পৃথিবীত্বাভাবঃ, যথা জলাদৌ। ব্যতিরেকব্যাপ্তৌ তু সাধ্যাভাবো ব্যাপ্যঃ হেত্বভাবো ব্যাপকঃ। যত্র সাধ্যং সাধ্যাভাবশ্চ অন্যত্র প্রসিদ্ধঃ, সোঽন্বয়-ব্যতিরেকী, যথা 'পর্বতো বহ্নিমান্, ধূমাৎ' ইতি।

এই পরার্থ অন্বয়-ব্যতিরেকী অনুমানে হেতুমধ্যে অবশ্য পাঁচ প্রকার ধর্ম্ম অপেক্ষিত হয়। যথা—১ পক্ষবৃত্তিত্ব, ২ সপক্ষসত্ত্ব, ৩ বিপক্ষব্যাবৃত্তত্ব, ৪ অবাধিতত্ব ও ৫ অসৎপ্রতিপক্ষিতত্ব।

তন্মধ্যে পরার্থ কেবলান্বয়ী অনুমানে বিপক্ষব্যাবৃত্তত্ব থাকে না, পরার্থ কেবলব্যতিরেকী অনুমানে সপক্ষসত্ত্ব থাকে না বলিয়া এই দুইস্থলে উক্ত চারিপ্রকারমাত্র ধর্ম্ম অপেক্ষিত হয় বুঝিতে হইবে।

পক্ষ—যেখানে সাধ্যের সন্দেহ থাকে তাহা পক্ষ।

সপক্ষ—যেখানে সাধ্যের নিশ্চয় থাকে তাহা সপক্ষ।

বিপক্ষ—যেখানে সাধ্যাভাবের নিশ্চয় থাকে তাহা বিপক্ষ।

বাধ—যখন; পক্ষে সাধ্যাভাব থাকে তখন বাধদোষ হয়।

সৎপ্রতিপক্ষ—সাধ্যের অভাব-সাধক হেতু হইলে সৎপ্রতি-পক্ষ দোষ হয়। ৩৮

সোপাধিক অর্থাৎ উপাধিবিশিষ্ট অনুমানে উপরি উক্ত

অন্বয়ব্যতিরেকিণি হেতৌ অবশ্যং পঞ্চরূপোপপন্নতা অপেক্ষণীয়া; পক্ষবৃত্তিত্বং, সপক্ষসত্ত্বং, বিপক্ষব্যাবৃত্তত্বম্, অবাধিতত্বম্, অসৎপ্রতি-পক্ষিতত্বঞ্চেতি পঞ্চ রূপাণি।

কেবলান্বয়িনি বিপক্ষব্যাবৃত্তত্বরহিতং, কেবলব্যতিরেকিণি সপক্ষসত্ত্ব-রহিতং চতূরূপমেবাপেক্ষিতম্। যত্র সাধ্যসন্দেহঃ স পক্ষঃ; যত্র সাধ্য-নিশ্চয়ঃ স সপক্ষঃ, যত্র সাধ্যাভাবনিশ্চয়ঃ স বিপক্ষঃ, সাধ্যাভাববান্ পক্ষো বাধঃ; সাধ্যবিরোধিসাধকো হেতুঃ সৎপ্রতিপক্ষঃ। ৩৮

সোপাধৌ পক্ষসপক্ষসত্ত্বাদ্যন্যতমভঙ্গ আবশ্যকঃ; সোপাধিশ্চ স্বব্যভি-

পক্ষবৃত্তিত্ব, সপক্ষসত্ত্ব প্রভৃতির কোন একটী না থাকা আবশ্যক হয়। (অর্থাৎ যে অনুমানে উপাধি থাকে, তাহা নির্দ্দোষ অনু-অনুমান হয় না।) সোপাধি শব্দের অর্থ—স্বব্যভিচারিতা-সম্বন্ধে উপাধিবিশিষ্ট।

এই উপাধি তিন প্রকার—১। হেতুর অব্যাপক হইয়া শুদ্ধ সাধ্যের ব্যাপক, ২। হেতুর অব্যাপক হইয়া পক্ষধর্ম্মা-বচ্ছিন্ন যে সাধ্য, সেই সাধ্যের ব্যাপক, ৩। হেতুর অব্যাপক হইয়া হেতুর দ্বারা অবচ্ছিন্ন যে সাধ্য, তাহার ব্যাপক।

প্রথমটীর দৃষ্টান্ত, যথা—"অয়োগোলকটী ধুমবান্, যেহেতু বহ্নি রহিয়াছে।" এস্থলে আর্দ্র-ইন্ধনপ্রভব-বহ্নিমত্ত্বটী উপাধি। কারণ, তাহা হেতু-বহ্নির অব্যাপক হইয়া শুদ্ধ সাধ্যধূমের ব্যাপক হইল। যেহেতু, আর্দ্রেন্ধনপ্রভব বহ্নি যেখানে থাকে, সেই স্থানেই যে বহ্নি থাকে, তাহা নহে, অয়োগোলকেও বহ্নি থাকে, এবং সেই স্থানে আর্দ্রেন্ধনপ্রভব বহ্নি থাকে না।

দ্বিতীয়টীর দৃষ্টান্ত, যথা—"বায়ু—প্রত্যক্ষ, যেহেতু প্রত্যক্ষ-

চারিতাসম্বন্ধেন উপাধিবিশিষ্টঃ। উপাধিশ্চ ত্রিবিধঃ—সাধনাব্যাপকত্বে সতি শুদ্ধসাধ্যব্যাপকঃ,সাধনাব্যাপকত্বে সতি পক্ষধর্ম্মাবচ্ছিন্নসাধ্যব্যাপকঃ, সাধনাব্যাপকত্বে সতি সাধনাবচ্ছিন্নসাধ্যব্যাপকশ্চ।

আদ্যো যথা, 'অয়োগোলকং ধূমবৎ, বহ্নেঃ', অত্র আর্দ্রেন্ধনপ্রভব-বহ্নিমত্ত্বমুপাধিঃ সাধনাব্যাপকত্বে সতি শুদ্ধসাধ্যব্যাপকঃ।

দ্বিতীয়ো যথা, 'বায়ুঃ প্রত্যক্ষঃ, প্রত্যক্ষস্পর্শাশ্রয়ত্বাৎ', অত্র বহির্দ্রব্যত্বাবচ্ছিন্নস্য প্রত্যক্ষত্বস্য সাধ্যস্য ব্যাপকম্ উদ্ভূতরূপবত্ত্বমুপাধিঃ।

স্পর্শাশ্রয়ত্ব রহিয়াছে", এখানে বহির্দ্রব্যত্বাবচ্ছিন্ন যে প্রত্যক্ষত্ব, সেই প্রত্যক্ষত্ব-রূপ সাধ্যের ব্যাপক উদ্ভূতরূপবত্ত্বটী উপাধি হইয়া থাকে।

তৃতীয়টীর দৃষ্টান্ত, যথা—"ধ্বংসটী বিনাশী, যেহেতু তাহাতে জন্যত্ব আছে"। এস্থলে হেতু জন্যত্বদ্বারা অবচ্ছিন্ন সাধ্য বিনাশিত্বের ব্যাপক ভাবত্বটী উপাধি। ৩৯

হেত্বাভাস নিরূপণ।

হেত্বাভাস পাঁচপ্রকার, যথা—(প্রথম) সব্যভিচার, (দ্বিতীয়) বিরুদ্ধ, (তৃতীয়) সৎপ্রতিপক্ষ, (চতুর্থ) অসিদ্ধ এবং (পঞ্চম) বাধিত। তন্মধ্যে—

(প্রথম) সব্যভিচার আবার ত্রিবিধ, যথা—(ক) সাধারণ, (খ) অসাধারণ এবং (গ) অনুপসংহারী। তন্মধ্যে—

(ক) সাধারণ, যথা—হেতুতে "সাধ্যাভাববদ্‌বৃত্তিত্ব।" অর্থাৎ সাধ্যের অভাবের অধিকরণে হেতুর থাকা। যেমন, "ইহা ধূমবান্, যেহেতু বহ্নি রহিয়াছে।" এখনে সাধ্যের অভাবের অধিকরণ অয়োগোলকে হেতু-বহ্নি থাকে।

তৃতীয়ো যথা, 'ধ্বংসো বিনাশী জন্যত্বাৎ',, অত্র জন্যত্বাবচ্ছিন্নবিনাশিত্ব-ব্যাপকং ভাবত্বমুপাধিঃ। ৩৯

অথ হেত্বাভাসাঃ কথ্যন্তে। সব্যভিচার-বিরুদ্ধ-সৎপ্রতিপক্ষাসিদ্ধ-বাধিতাঃ পঞ্চ হেত্বাভাসাঃ। সব্যভিচারস্ত্রিবিধঃ,—সাধারণাসাধারণানুপ-সংহারিভেদাৎ; সাধ্যাভাববদ্‌বৃত্তিত্বং সাধারণত্বং, যথা 'ধূমবান্ বহ্নেঃ'।

(খ) অসাধারণ, যথা—“সকল-সপক্ষ-ব্যাবৃত্তত্ব” অর্থাৎ সমুদায় নিশ্চিত সাধ্যবানে হেতুর না থাকা। যেমন “পর্ব্বতটী বহ্নিমান্, যেহেতু পর্ব্বতত্ব রহিয়াছে”। এখানে নিশ্চিত সাধ্যবান্ চত্বর, গোষ্ঠ ও মহানস প্রভৃতি ; তাহাতে হেতু যে পর্ব্বতত্ব, তাহা নাই।

(গ) অনুপসংহারী, যথা—“সর্ব্বপক্ষকত্ব।” অর্থাৎ সবই যদি পক্ষ হয়। যেমন, “সবই প্রমেয়, যেহেতু অভিধেয়ত্ব রহিয়াছে।” এখানে সবই পক্ষ হইতেছে।

(দ্বিতীয়)—বিরুদ্ধ, যথা—“সাধ্যাভাবব্যাপ্য হেতু।” অর্থাৎ হেতুটী যদি সাধ্যের অভাবের ব্যাপ্য হয়। যেমন “ঘট নিত্য, যেহেতু ইহাতে সাবয়বত্ব রহিয়াছে।” এখানে সাধ্যাভাব যে নিত্যত্বের অভাব, তাহার ব্যাপ্য যে সাবয়বত্ব, সেই সাবয়বত্বটী হেতু হইতেছে।

(তৃতীয়)—সৎপ্রতিপক্ষ, যথা—“সাধ্যাভাবসাধক হেত্বন্তর” অথবা “স্বসাধ্যবিরুদ্ধ-সাধ্যাভাব-ব্যাপ্যবত্তাপরামর্শকালীন-সাধ্যব্যাপ্যবত্তা-পরামর্শ-বিষয়। অর্থাৎ যেখানে স্বকীয় সাধ্যের বিরুদ্ধ যে সাধ্যাভাব, তাহার পরামর্শকালীন সাধ্যের পরামর্শ পাওয়া যায় বলিয়া, এখানে উভয় হেতুই সৎপ্রতিপক্ষিত হয়। যেমন, “পর্ব্বত বহ্নিমান্, যেহেতু ধূম রহিয়াছে”, এই সময় যদি

সকলসপক্ষব্যাবৃত্তত্বম্ অসাধারণত্বং, যথা ‘পর্ব্বতো বহ্নিমান্ পর্ব্বতত্বাৎ’। সর্ব্বপক্ষকত্বম্ অনুপসংহারিত্বং, যথা ‘সর্ব্বং প্রমেয়ম্ অভিধেয়ত্বাৎ’। সাধ্যাভাবব্যাপ্তো হেতুর্বিরুদ্ধঃ, যথা ‘ঘটো নিত্যঃ সাবয়বত্বাৎ’। সৎপ্রতি-

বলা যায়—“পর্ব্বত বহ্ন্যভাববান্, যেহেতু মহানসান্যত্ব রহিয়াছে” ; তাহা হইলে উভয় অনুমানটীতেই সৎপ্রতিপক্ষ দোষ ঘটিবে। এই হেত্বাভাস হইলে যে পক্ষে অনুকূল যুক্তি পাওয়া যাইবে, সে পক্ষটী নির্দ্দোষ বলিয়া বিবেচিত হয়।

(চতুর্থ)—অসিদ্ধ ত্রিবিধ, যথা—(ক) আশ্রয়াসিদ্ধ, (খ) স্বরূপাসিদ্ধ এবং (গ) ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধ। তন্মধ্যে—

(ক) আশ্রয়াসিদ্ধ দ্বিবিধ হয়, যথা—১। অসৎপক্ষ, এবং ২। সিদ্ধসাধন।

১। অসৎপক্ষ অর্থাৎ যেখানে পক্ষ অসৎ, অর্থাৎ পক্ষ মিথ্যা হয়। যেমন, “শশশৃঙ্গ নিত্য, যেহেতু তাহাতে অজন্যত্ব রহিয়াছে”।

২। সিদ্ধসাধন অর্থাৎ যেখানে সিদ্ধের সাধন করা হয়, যেমন “শরীর হস্তাদিবিশিষ্ট, যেহেতু হস্তাদিমান্‌রূপে প্রতীয়মানত্ব রহিয়াছে।”

(খ) স্বরূপাসিদ্ধ, যথা—যেখানে পক্ষাবৃত্তি হেতু, অর্থাৎ হেতু, পক্ষে থাকে না, তাহা স্বরূপাসিদ্ধ হয় ; যেমন, “পর্ব্বত বহ্নিমান্, যেহেতু তাহাতে মহানসত্ব রহিয়াছে”।

পক্ষো যথা ‘পর্ব্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ,’ ‘পর্ব্বতো বহ্ন্যভাববান্ মহানসান্যত্বাৎ’। অসিদ্ধস্ত্রিবিধঃ, আশ্রয়াসিদ্ধঃ, স্বরূপাসিদ্ধঃ, ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধশ্চ। যত্র পক্ষোঽসন্ সিদ্ধসাধনং বা, সঃ আশ্রয়াসিদ্ধঃ, যথা, ‘শশবিষাণং নিত্যম্ অজন্যত্বাৎ’ ‘শরীরং হস্তাদিবৎ হস্তাদিমত্তয়া প্রতীয়মানত্বাৎ’। যত্র পক্ষাবৃত্তির্হেতুঃ স স্বরূপাসিদ্ধঃ, যথা, “পর্ব্বতো বহ্নিমান্ মহানসত্বাৎ।”

এই স্বরূপাসিদ্ধ আবার বহুবিধ, যথা—১। বিশেষণাসিদ্ধ, ২। বিশেষ্যাসিদ্ধ এবং ৩। ভাগাসিদ্ধ প্রভৃতি।

১। বিশেষণাসিদ্ধ, যথা—"শব্দ অনিত্য, যেহেতু তাহা চাক্ষুষ অথচ জন্য"। এখানে বিশেষণ চাক্ষুষত্ব, পক্ষ যে শব্দ, তাহাতে থাকে না।

২। বিশেষ্যাসিদ্ধ, যথা—"শব্দ অনিত্য, যেহেতু তাহা গুণত্ববান্ অথচ পরমাণুবৃত্তি হয়"। এখানে, বিশেষ্য পরমাণু-বৃত্তিত্বটী পক্ষরূপ শব্দে থাকে না।

৩। ভাগাসিদ্ধ, যথা—"এই সব দ্রব্য, যেহেতু ইহাতে নিরবয়বত্ব রহিয়াছে"। এখানে হেতু নিরবয়বত্বটী দ্রব্যের মধ্যে ক্ষিত্যাদি কএক পদার্থে থাকিতেছে না।

(গ) ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধ, যথা—সোপাধি হেতু, অর্থাৎ হেতু যেখানে উপাধিযুক্ত হয়, সেখানে ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধি কথিত হয়। যথা—"ইহা ধূমবান্, যেহেতু বহ্নি রহিয়াছে"। এখানে উপাধি আর্দ্রেন্ধন (এস্থলে বাধ ও সব্যভিচার গ্রন্থ দ্রষ্টব্য)।

(মুক্তাবলীতে এই ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধকে ত্রিবিধ বলা হইয়াছে, যথা—১ সাধ্যাপ্রসিদ্ধি, ২ সাধনাপ্রসিদ্ধি এবং ৩ ব্যর্থ-বিশেষণ ঘটিত হেতু, তন্মধ্যে—

স চ বিশেষণাসিদ্ধ-বিশেষ্যাসিদ্ধ-ভাগাসিদ্ধ-ভেদাৎ বহুবিধঃ; আদ্যো যথা 'শব্দোঽনিত্যঃ চাক্ষুষত্বে সতি জন্যত্বাৎ'। দ্বিতীয়ো যথা 'শব্দোঽনিত্যঃ গুণত্বে সতি পরমাণুবৃত্তিত্বাৎ'। তৃতীয়ো যথা 'এতানি দ্রব্যাণি নির-বয়বত্বাৎ'। সোপাধির্ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধঃ যথা, ধূমবান্ বহ্নেঃ। বাধো যথা

১। সাধ্যাপ্রসিদ্ধি যথা—"কাঞ্চনময়পর্ব্বত—বহ্নিমান্, যেহেতু ধূম রহিয়াছে"।

২। সাধনাপ্রসিদ্ধি, যথা—"পর্ব্বত—বহ্নিমান্, যেহেতু কাঞ্চনময় ধূম রহিয়াছে।

৩। ব্যার্থ-বিশেষণ-ঘটিত হেতু, যথা—"পর্ব্বত—বহ্নিমান্, যেহেতু নীলধূম রহিয়াছে"।)

(পঞ্চম)—বাধিত, যথা—সাধ্যশূন্য পক্ষ। অর্থাৎ পক্ষে সাধ্য না থাকা। যেমন;"জলহ্রদ বহ্নিমান্, যেহেতু দ্রব্যত্ব রহিয়াছে।" এখানে সাধ্যবহ্নি, পক্ষ যে জলহ্রদ, তাহাতে থাকে না।

এইগুলি সবই অনুমানের দোষ। ইহা না থাকিলে অনুমিতিকে সদ্ধেতুক অনুমিতি বলা হয়, নচেৎ তাহা অসদ্ধেতুক অনুমিতিপদবাচ্য হয়। ৪০

ইতি অনুমিতিনিরূপণ।

উপমিতিনিরূপণ।

উপমিতির যাহা করণ, তাহাই উপমান। "গবয়" কিরূপ জিজ্ঞাসা করিলে তাহা গো-সদৃশ এইরূপ উত্তর দিলে পরে যখন শ্রোতার গোসদৃশ প্রাণীর দর্শন হয়, তখন তাহার পূর্ব্বোক্ত

জলহ্রদো বহ্নিমান্ দ্রব্যত্বাৎ'। তেন এতদ্দোষরহিতো হেতুঃ সদ্ধেতুঃ। ইত্যনুমানং ব্যাখ্যাতম্॥ ৪০

উপমিতিকরণমুপামানম্। কীদৃশো গবয়ঃ ?—ইতি প্রশ্নে 'গোসদৃশো গবয়ঃ' ইত্যুত্তরিতে যদা গোসদৃশং প্রাণিনং পশ্যতি তদা পূর্ব্বোক্তং

বাক্যের স্মরণ হয়। তাহার পর "ইহাই গবয়পদবাচ্য" এইরূপ গবয়-পদের শক্তির জ্ঞান হয়। ইহাই হইল উপমিতি। ৪১

ইতি উপমিতিনিরূপণ।

শব্দনিরূপণ।

আপ্ত-কথিত শব্দ একটী প্রমাণ। যে ব্যক্তি প্রকৃত বাক্যার্থ-গোচর-যথার্থ-জ্ঞানবান্, তিনিই আপ্তপদবাচ্য।

শাব্দ জ্ঞানের করণ—পদ-জ্ঞান। পদের অর্থের উপস্থিতিটী ব্যাপার। আকাঙ্ক্ষা, যোগ্যতা, আসত্তি ও তাৎপর্য্য-জ্ঞান—ইহারা সহকারী কারণ। ইহার ফল, শাব্দ-বোধ।

আকাঙ্ক্ষা—যাহার স্বরূপযোগ্যতা আছে, অর্থাৎ যাহার শাব্দবোধ জন্মাইবার ক্ষমতা আছে, অথচ যাহা পূর্ব্বে অন্বয়ের বোধক হয় নাই, তাহার যে অন্বয়-বোধকত্ব, তাহাই আকাঙ্ক্ষা। সুতরাং ; "ঘটম্ আনয়"অর্থাৎ ঘট আন এই তাৎপর্য্যে "ঘট কর্ম্মত্ব

বাক্যার্থং স্মরতি, অনন্তরম্ 'অয়ং গবয়পদবাচ্যঃ" ইতি শক্তিগ্রহঃ—সেয়মুপমিতিঃ। ইত্যুপমানং ব্যাখ্যাতম্॥ ৪১

আপ্তোক্তঃ শব্দঃ প্রমাণম্, প্রকৃতবাক্যার্থগোচরযথার্থজ্ঞানবান্ আপ্তঃ। পদজ্ঞানং করণং, পদার্থোপস্থিতিঃ ব্যাপারঃ। আকাঙ্ক্ষা-যোগ্যতাসত্তি-তাৎপর্য্যজ্ঞানানি সহকারীণি, ফলং শব্দবোধঃ। স্বরূপ-যোগ্যত্বে সতি অজনিতান্বয়বোধকত্বমাকাঙ্ক্ষা, তেন 'ঘটঃ, কর্ম্মত্বং, আনয়নং, কৃতিঃ' ইত্যত্র নান্বয়বোধঃ স্বরূপাযোগ্যত্বাৎ। 'অয়মেতি পুত্রো রাজ্ঞঃ, পুরুষোঽপসার্য্যতাম্', ইত্যত্র 'রাজ্ঞঃ পুরুষঃ' ইতি নান্বয়বোধঃ, পুত্রেণ জনিতান্বয়বোধকত্বাৎ। বাধকপ্রমাবিরহঃ যোগ্যতা, তেন

আনয়ন, কৃতি" এইরূপ প্রয়োগ করিলে অন্বয়বোধ হয় না। যেহেতু, ইহাদের স্বরূপ-যোগ্যতা নাই। ঐরূপ "অয়ম্ এতি পুত্রো রাজ্ঞঃ, পুরুষোঽপসার্য্যতাম্" অর্থাৎ এই রাজপুত্র আসিতেছেন, লোক সরাও, এস্থলে রাজার সঙ্গে পুরুষের অন্বয়-বোধ হয় না ; কারণ, পুত্রের সহিতই পূর্ব্বে রাজার অন্বয় হইয়া গিয়াছে।

যোগ্যতা—বাধক-প্রমার অভাবই যোগ্যতা। অতএব "বহ্নিনা সিঞ্চতি" এস্থলে অন্বয়-বোধ হইবে না ; কারণ, এস্থলে বাধকপ্রমা আছে ; বহ্নিতে সেচন-করণত্বের বাধ আছে, যেহেতু বহ্নিদ্বারা সেচন করা যায় না।

আসত্তি—ব্যবধান না থাকিয়া অর্থাৎ নিকটবর্ত্তী থাকিয়া যে, অন্বয়ের প্রতিযোগীর উপস্থিতি, তাহা আসত্তি পদবাচ্য হয়। সুতরাং, পর্ব্বত বহ্নিমান্ আর দেবদত্ত ভোজন করিয়াছেন্ এই তাৎপর্য্যে "গিরির্ভুক্তং বহ্নিমান্ দেবদত্তেন" এবাক্যে অন্বয়-বোধ হয় না, যেহেতু "গিরিঃ" আর "অগ্নিমান্" এবং "ভুক্তং" আর "দেবদত্তেন" পদের সান্নিধ্য নাই, অর্থাৎ ব্যবধান রহিয়াছে।

তাৎপর্য্য—কোন অর্থ-প্রতীতির ইচ্ছায় উচ্চারণই তাৎপর্য্য। সুতরাং, ভোজনপ্রকরণে "সৈন্ধবমানয়" বলিলে সৈন্ধবশব্দে লবণ ভিন্ন অশ্ব বোধ হয় না "সৈন্ধব" শব্দের অর্থ লবণ এবং সিন্ধু-দেশীয় ঘোটক উভয়ই হয়। ৪২

বহ্নিনা সিঞ্চতি' ইত্যত্র নান্বয়বোধঃ, অযোগ্যত্বাৎ। অব্যবধানেনান্বয়-প্রতিযোগ্যুপস্থিতিঃ আসত্তিঃ, তেন 'গিরির্ভুক্তং বহ্নিমান্ দেবদত্তেন' ইত্যত্র নান্বয়বোধঃ। তত্তদর্থপ্রতীতীচ্ছয়োচ্চরিতত্বং তাৎপর্য্যং, তেন ভোজনপ্রকরণাদৌ সৈন্ধবমানয়' ইত্যুক্তে অশ্বান্বয়বোধো ন ভবতি। ৪২

বৃত্তি নির্ণয়।

বৃত্তির দ্বারা ভিন্ন শব্দের অন্বয়-বোধ জন্মে না। অতএব, এই বিষয় এক্ষণে আলোচ্য।

এই বৃত্তি, দ্বিবিধ, যথা—শক্তি এবং লক্ষণা। *

শক্তি—ঘটাদি পদে যে ঘটাদিকে বুঝায়, তাহা এই ঘট-পদের শক্তিবশতঃই বুঝায়।

লক্ষণা—'গঙ্গায় গোয়ালা বাস করে' এস্থলে গঙ্গা পদের অর্থ জলপ্রবাহ বিধায় গোয়ালার বাস করা অসম্ভব হয়, অতএব গঙ্গাপদে গঙ্গার তীর ধরা হয়। এই লক্ষণাবৃত্তির দ্বারা গঙ্গা-পদের অর্থ তীর বুঝাইলে, তাহাতে গোয়ালা বাস করে—এই প্রকারে অন্বয়ের বোধ হয়।

গৌণীবৃত্তিকেও লক্ষণা বলা হয়, যেমন "অগ্নির্মাণবকঃ" অর্থাৎ ব্রাহ্মণকুমারটী অগ্নির তুল্য, এবং "গৌর্বাহীকঃ" অর্থাৎ বাহীক (জাট জাতি) গরুর তুল্য। এস্থলে লক্ষণার দ্বারা অগ্নি প্রভৃতির সাদৃশ্য বুঝাইতেছে। ৪৩

বৃত্ত্যা বিনা, শব্দেন ন অন্বয়বোধো জন্যতে, বৃত্তির্দ্বিবিধা, শক্তির্লক্ষণা চ, শক্তি র্ঘটাদিপদস্য ঘটাদৌ। লক্ষণা যথা, 'গঙ্গায়াং ঘোষঃ প্রতি-বসতি' ইত্যত্র গঙ্গাপদার্থে প্রবাহে ঘোষান্বয়ানুপপত্ত্যা গঙ্গাপদস্য তীরে লক্ষণা কল্প্যতে, তয়া বৃত্ত্যা উপস্থিতে তীরে ঘোষঃ প্রতিবসতীত্যন্বয়-বোধো ভবতি। গৌণী বৃত্তিরপি লক্ষণৈব যথা—"অগ্নির্মাণবকঃ', 'গৌর্বাহীকঃ' অত্র লক্ষণয়া অগ্ন্যাদিসাদৃশ্যং প্রতীয়তে। ৪৩

---

* আলঙ্কারিকগণ এতদ্ব্যতীত একটী ব্যঞ্জনা বৃত্তি স্বীকার করেন, কিন্তু তাহাও লক্ষণার অন্তর্গত।

শক্ত-পদ অর্থাৎ শক্তি-বিশিষ্টপদ চারি প্রকার। যথা—যৌগিক, রূঢ়, যোগরূঢ়, যৌগিকরূঢ়। তন্মধ্যে—

যৌগিক, যথা—পাচকাদি পদ। এখানে পাচকপদটী যোগার্থ-বলে পাক-কর্ত্তাকে বুঝাইয়া থাকে।

রূঢ়, যথা—বিপ্রাদি পদ। বপ্ ধাতু রন্-প্রত্যয়; পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধু, অথবা বি—প্রা—ড। এস্থলে প্রকৃতি-প্রত্যয় অন্যার্থক হইলেও রূঢ়ত্বপ্রযুক্ত ইহা ব্রাহ্মণের বোধক হয়।

যোগরূঢ়, যথা—পঙ্কজাদি পদ। পঙ্ক+জন+ড অর্থাৎ পঙ্কে যে উৎপন্ন হয় সে। এস্থলে প্রকৃতি-প্রত্যয়-বলে কুমুদকেও বুঝাইতে পারে, তাহা না বুঝাইয়া পদ্মকেই বুঝায়।

যৌগিকরূঢ়, যথা—উদ্ভিদাদি পদ। এস্থলে উদ্ভিদ শব্দে তরু-গুল্মাদি যেমন বুঝায়, তদ্রূপ যাগবিশেষকেও বুঝায়। তরু-গুল্মাদি বুঝাইলে যৌগিক, এবং যাগ বুঝাইলে রূঢ়। ৪৪

লক্ষণা দ্বিবিধ, যথা—জহৎস্বার্থা এবং অজহৎস্বার্থা। তন্মধ্যে—

জহৎস্বার্থা, যথা—গঙ্গাতে গোয়ালা বাস করে। এস্থলে গঙ্গাপদে তাহার অর্থ যে ভগীরথ খাদের জলপ্রবাহ, তাহাকে ত্যাগ করিয়া তাহার তীরকে বুঝাইতেছে।

শক্তং পদং চতুর্বিধং—যৌগিকং, রূঢ়ং, যোগরূঢ়ং যৌগিকরূঢ়ং চ। আদ্যং যথা পাচকাদিপদং, যোগার্থে পাককর্ত্তরি শক্তম্। দ্বিতীয়ং যথা, বিপ্রাদিপদং রূঢ্যা ব্রাহ্মণবাচকম্। তৃতীয়ং যথা, পঙ্কজাদিপদং যোগরূঢ্যা পঙ্কজনিকর্ত্তৃত্বেন পদ্মেন চ পদ্মবাচকম্। চতুর্থং যথা, উদ্ভিদাদিপদং যৌগিকং তরুগুল্মাদেঃ রূঢ়ং যাগবিশেষস্ত বাচকম্। ৪৪

লক্ষণা দ্বিবিধা, জহৎস্বার্থাঽজহৎস্বার্থা চ; আদ্যা যথা "গঙ্গায়াং

অজহৎস্বার্থা, যথা—ছত্রিগণ অর্থাৎ ছত্রধারীর দল যাইতেছে। এস্থলে ছত্রিপদে ছত্রবিশিষ্ট এবং তদ্ভিন্নকেও বুঝাইল। ৪৫

শাব্দবোধ-প্রকরণ।

"দেবদত্তো গ্রামং গচ্ছতি" এস্থলে "গ্রামকর্ম্মক-গমনজনক-বর্ত্তমান-কৃতিমান্ দেবদত্ত" এইরূপ অন্বয়বোধ হইল। এস্থলে—

দ্বিতীয়ার অর্থ—কর্ম্মত্ব, ধাতুর অর্থ—গমন। জনকত্বটী সংসর্গ-মর্য্যাদার দ্বারা লব্ধ, লটের অর্থ বর্ত্তমানত্ব, আখ্যাতের অর্থ কৃতি, তাহার সম্বন্ধ (সমবায়) সংসর্গমর্য্যাদায় লভ্য।

যেখানে কর্ত্তাতে কৃতির বাধ থাকে, সেস্থলে আখ্যাতের ব্যাপারাদিতে লক্ষণা হয়। যেমন "রথো গচ্ছতি।" এস্থলে গমনজনক বর্ত্তমান ব্যাপারবান্ রথ এইরূপ অর্থ হয়।

"দধি পশ্যতি" ইত্যাদি লুপ্তদ্বিতীয়ার স্থলে দধিশব্দে অজহৎ-স্বার্থ লক্ষণার দ্বারা দধিনিষ্ঠ কর্ম্মত্ব বুঝাইতেছে। একবচনাদির

ঘোষঃ' ইত্যাদৌ। দ্বিতীয়া যথা, সর্ব্বে ছত্রিণো যান্তি" ইত্যাদৌ, অত্র ছাত্রিণঃ তদিতরস্যাপি গমনান্বয়ঃ। ৪৫

অথ শাব্দবোধপ্রক্রিয়া,—"দেবদত্তো গ্রামং গচ্ছতি' ইত্যত্র গ্রাম-কর্ম্মকগমনজনক বর্ত্তমানকৃতিমানিত্যন্বয়বোধঃ।

দ্বিতীয়ায়াঃ অর্থঃ কর্মত্বং ধাতোর্গমনং, জনকত্বং সংসর্গমর্য্যাদালভ্যং, লটো বর্ত্তমানত্বং, আখ্যাতস্য কৃতিঃ, তৎসম্বন্ধঃ সংসর্গমর্য্যদালভ্যঃ। যত্র কর্ত্তরি কৃতের্বাধঃ, তত্র আখ্যাতস্য ব্যাপারাদৌ লক্ষণা, যথা 'রথো গচ্ছতি' ইত্যত্র গমনজনকবর্ত্তমানব্যাপারবান্ রথঃ। 'দধি পশ্যতি'

(সু, তি প্রভৃতির) দ্বারা উপস্থিত একত্বাদি সর্ব্বত্র প্রথমাদি পদকে উপস্থাপিত করে। সুতরাং "দধি পশ্যতি" স্থলে কর্ত্তৃপদ না থাকিলেও একবচন "তি" বিভক্তির দ্বারা কর্ত্তৃপদের উপস্থিতি হইয়া থাকে।

"দেবদত্তেন গম্যতে গ্রামঃ" এস্থলে দেবদত্তবৃত্তি যে কৃতি, সেই কৃতিজন্য যে গমন, সেই গমনজন্য ফলশালী গ্রাম—এইরূপ অর্থ। বৃত্তিত্বটী সংসর্গবল-লভ্য। তৃতীয়ার অর্থ—কৃতি। জন্যত্ব এখানে সংসর্গ। গমনটী ধাত্বর্থ; জন্যত্বটী সংসর্গ। ফল—কর্ম্ম-বাচ্যে আত্মনেপদের অর্থ। শালিত্বটী—সংসর্গলভ্য।

"দেবদত্তেন সুপ্যতে" এই ভাবপ্রত্যয়ে কিন্তু দেবদত্ত-বৃত্তি-কৃতিজন্য-নিদ্রা বুঝাইল। ভাবপ্রত্যয়স্থলে ফলের অভাবপ্রযুক্ত আত্মনেপদের অর্থ ভাসমান হয় না।

প্রত্যয়াদির অর্থনির্দ্দেশ।

লৃট্ অর্থ—ভবিষ্যত্ব। ইহা বিদ্যমান-প্রাগভাব-প্রতিযোগ্যুৎ-পত্তিকত্ব। সুতরাং, "গমিষ্যতি" এস্থলে বিদ্যমান-প্রাগভাব-

---

ইত্যাদৌ দ্বিতীয়ালোপস্থলে দধিশব্দ এবাজহৎস্বার্থলক্ষণয়া দধিকর্মত্বং বোধয়তি। একবচনাদ্যুপস্থিতমেকত্বাদি সর্ব্বত্রপ্রথমাদিপদমুপস্থাপয়তি। 'দেবদত্তেন গম্যতে গ্রামঃ' ইত্যস্য দেবদত্তবৃত্তিকৃতিজন্য-গমনজন্য-ফল-শালী গ্রাম ইত্যর্থঃ। বৃত্তিত্বং সংসর্গবললভ্যং, তৃতীয়ার্থশ্চ কৃতিঃ, জন্যত্বং সংসর্গঃ গমনং ধাত্বর্থঃ,জন্যত্বং সংসর্গঃ, ফলং কর্ম্ম আত্মনেপদার্থঃ, শালিত্বং সংসর্গঃ। ভাবপ্রত্যয়ে তু"দেবদত্তেন সুপ্যতে"ইত্যস্য দেবদত্তবৃত্তিকৃতিজন্য-স্বাপ ইত্যর্থঃ। ভাবপ্রত্যয়স্থলে ফলাভাবাৎ আত্মনেপদার্থো ন ভাসতে।

ভবিষ্যত্বং লৃটোঽর্থঃ, তচ্চ বিদ্যমান-প্রাগভাব-প্রতিযোগ্যুৎপত্তিকত্বং, তেন 'গমিষ্যতি' ইত্যত্র বিদ্যমানপ্রাগভাবপ্রতিযোগ্যুৎপত্তিকগমনানু-

প্রতিযোগ্যুৎপত্তিক গমনানুকূল কৃতিমান্ এইরূপ অর্থ বুঝায়।

লুটের অর্থ—অনদ্যতনত্বও হয়।

লুঙ্ অর্থ—উৎপত্তি এবং ভূতত্ব। ভূতত্ব অর্থ অতীতত্ব। তাহা উৎপত্তির সহিত অন্বিত হয়। আর তাহা হইলে বিদ্যমান-ধ্বংস-প্রতিযোগ্যুৎপত্তিকত্বরূপ অর্থ পাওয়া গেল।

লিট্ অর্থ—অনদ্যতনত্ব। পরোক্ষত্ব, এবং অতীতত্ব। তাহার অন্বয় পূর্ব্ববৎ উৎপত্তিতে হইবে বুঝিতে হইবে।

লঙ্ অর্থ—অনদ্যতনত্ব এবং অতীতত্ব।

বিধিলিঙ্ অর্থ—কৃতিসাধ্যত্ব এবং বলবদ্ অনিষ্টের অজনক ইষ্টসাধনত্ব। "স্বর্গকামো যজেত" ইত্যাদিস্থলে কৃতিসাধ্য বলবদ্ অনিষ্টের অজনক ইষ্টসাধন যাগকর্ত্তা স্বর্গকাম—এইরূপ অর্থ হইবে।

আশীর্লিঙ্ এবং লোট্ অর্থ—বক্তার ইচ্ছাবিষয়ত্ব। সুতরাং লোটপ্রত্যয়ান্ত "ঘটমানয়" ইত্যাদি স্থলে "ঘটকর্ম্মক মদিচ্ছাবিষয় আনয়নানুকূল কৃতিমান্ তুমি" এইরূপ অন্বয়বোধ হয়।

কূলকৃতিমানিত্যর্থঃ। লুটোঽর্থঃ অনদ্যতনত্বমপি। লুঙোঽর্থঃ উৎপত্তিঃ ভূতত্বং চ; ভূতত্বমতীতত্বং, তচ্চোৎপত্তৌ অন্বেতি, তথা চ বিদ্যমানধ্বংস-প্রতিযোগ্যুৎপত্তিকত্বং লব্ধং, লিটোঽনদ্যতনত্বং, পরোক্ষত্বম্, অতীতত্বং চ অর্থঃ, তদন্বয়ঃ পূর্ব্ববদুৎপত্তৌ। লঙোঽনদ্যতনত্বমতীতত্বং চার্থঃ। বিধিলিঙোঽর্থঃ কৃতিসাধ্যত্বে সতি বলবদনিষ্টাজনকেষ্টসাধনত্বং; "স্বর্গ-কামো যজেত" ইত্যাদৌ কৃতিসাধ্য-বলবদনিষ্টাজনকেষ্ট-সাধনযাগকর্ত্তা স্বর্গকাম ইত্যর্থঃ। আশীর্লিঙ্লোটোরর্থঃ বক্ত্রিচ্ছাবিষয়ত্বং; তেন 'ঘট-

লৃঙ্ অর্থ—ব্যাপ্যক্রিয়ার দ্বারা ব্যাপক-ক্রিয়ার আপাদন। তাৎপর্য্যবশতঃ কোথাও ভূতত্ব এবং কোথাও ভবিষ্যত্ব বুঝায়। ৪৬

সন্ (স্বার্থে ভিন্ন) প্রত্যয়ের অর্থ—কর্ত্তার ইচ্ছা। সন্ প্রত্যয়ের পর যে আখ্যাত প্রত্যয় করা হয়, তাহার আশ্রয়ত্বে লক্ষণা বুঝিতে হইবে। সবিষয়ক (জ্ঞান, ইচ্ছা, কৃতি ও দ্বেষার্থক) ধাতুর উত্তরস্থ আখ্যাতের আশ্রয়ত্বে যে লক্ষণা, তাহা কৢপ্তই আছে, যেমন "ঘটং জানামি" ইত্যাদি।

যঙ্ অর্থ—পৌনঃপুন্য। ইহার ভাবার্থ এই যে, তদানীন্তন প্রকৃতির অর্থের সজাতীয় যে ক্রিয়ান্তর, তাহার ধ্বংসকালে বর্ত্তমানাদি কৃতির বিষয়ত্ব। "পাপচ্যতে" ইত্যাদি স্থলে তাদৃশ-কালীনত্বমাত্রই যঙ্ দ্বারা বুঝাইয়া থাকে। আখ্যাতের চরম-দল (বর্ত্তমানাদি কৃতিবিষয়ত্ব) বাচকত্ব বিধায় বিশিষ্টবাচকত্বটী যঙ্ এর অর্থ নহে। তদানীন্তনত্বটী স্থূলকাল অবলম্বন করিয়া বুঝিতে হইবে। ৪৭

মানয়' ইত্যত্র ঘটকর্মক-মদিচ্ছা-বিষয়ানয়নানুকূল-কৃতিমান্ ত্বমিত্যন্বয়-বোধঃ। ব্যাপ্যক্রিয়য়া ব্যাপকক্রিয়ায়া আপাদনং লৃঙোঽর্থঃ; তাৎ-পর্য্যবশাৎ ক্বচিৎ ভূতত্বং ক্বচিদ্ভবিষ্যত্বং চ লৃঙা বোধ্যতে। ৪৬

সনঃ কর্ত্তুরিচ্ছা অর্থঃ, সন্নুত্তরাখ্যাতস্য আশ্রয়ত্বে লক্ষণা, সবিষয়-কার্থক-প্রকৃতিকাখ্যাতস্য আশ্রয়ত্বে লক্ষণায়া 'ঘটং জানাতি' ইত্যাদৌ কৢপ্তত্বাৎ। যঙোঽর্থঃ পৌনঃপুন্যং, তত্ত্বং চ তদানীন্তনপ্রকৃত্যর্থ-সজাতীয়-ক্রিয়ান্তরধ্বংসকালীনত্বে সতি বর্ত্তমানাদিকৃতিবিষয়ত্বং, 'পাপচ্যতে'—ইত্যাদৌ তাদৃশকালীনত্বমেব যঙা প্রত্যায্যতে, আখ্যাতস্য চরমদলবাচ-কত্বাৎ ন বিশিষ্টবাচকত্বং যঙঃ, তদানীন্তনত্বং চ স্থূলকালমাদায়। ৪৭

ক্ত্বা প্রত্যয়ের অর্থ—পূর্ব্বকালীনত্ব এবং কর্ত্তা। পূর্ব্বত্বটী সন্নিহিত ক্রিয়া অবলম্বন করিয়া বুঝিতে হইবে। তৎপূর্ব্বকালীনত্বটী তৎপ্রাগভাব-কালবৃত্তিত্ব, অথবা তদুৎপত্তিকালীন ধ্বংসের প্রতিযোগী যে কাল, তৎকালবৃত্তিত্ব; সুতরাং "ভুক্ত্বা ব্রজতি" এস্থলে গমনের প্রাগভাববিশিষ্ট যে কাল, সেই কালবৃত্তি যে ভোজন, সেই ভোজনকর্ত্তা হইতে অভিন্ন যে ব্যক্তি, সেই ব্যক্তি যাইতেছে—এইরূপ অর্থ হয়। যেহেতু, সমানবিভক্তিক যে 'কৃৎ,' তাহারা অভেদে ধর্ম্মীর বাচক হয়। অব্যয় বলিয়া ক্ত্বার পর বিভক্তির লোপ হইয়াছে। এখানে তাৎপর্য্যবশতঃ ব্যবহিত এবং অব্যবহিত-সাধারণ কাল বুঝিতে হইবে। তাহা না হইলে "পূর্ব্বস্মিন্ অব্দে (গত্বা) অস্মিন্ অব্দে সমাগতঃ" এইরূপ প্রয়োগটী সঙ্গত হয় না।

"তুমুলের" অর্থ—ইচ্ছাবান্। "ভোক্তুং ব্রজতি" এস্থলে ভোজনেচ্ছাবান্ যাইতেছে—এইরূপ শাব্দ বোধ হইবে। "ভোক্তুমিচ্ছতি" এস্থলে তুমুলের কিন্তু কর্ত্তায় লক্ষণা। ইহার

পূর্ব্বকালীনত্বং কর্ত্তা চ ক্ত্বার্থঃ, পূর্ব্বত্বং চ সন্নিহিতক্রিয়াপেক্ষয়া বোধ্যং; তৎপূর্ব্বকালীনত্বং তৎপ্রাগভাবকালবৃত্তিত্বং, তদুৎপত্তিকালীনধ্বংসপ্রতিযোগিকালবৃত্তিত্বং বা, তেন 'ভুক্ত্বা ব্রজতি' ইত্যত্র গমনপ্রাগভাবাবচ্ছিন্নকালবৃত্তিভোজনকর্ত্রভিন্নো ব্রজতীত্যর্থঃ। সমানবিভক্তিকৃতাম্ অভেদেন ধর্ম্মিবাচকত্বাৎ, অব্যয়ত্বেন ক্ত্বাপরবিভক্তিলোপাৎ। কালঃ তাৎপর্য্যবশাৎ ব্যবহিতাব্যবহিতসাধারণো বোদ্ধব্যঃ, তেন পূর্ব্বস্মিন্ অব্দে গত্বা অস্মিন্ অব্দে সমাগতঃ, ইতি এতাদৃশপ্রয়োগসঙ্গতিঃ। ইচ্ছাবান্ তুমুলোঽর্থঃ; 'ভোক্তুং ব্রজতি' ইত্যস্য ভোজনেচ্ছাবান্

অর্থ, নিজেই ভোজনকর্ত্তা হইতে ইচ্ছা করিতেছে। কারণ, একটী ন্যায় আছে যে,—

"সবিশেষণে হি বিধিনিষেধৌ বিশেষণ-
মুপসংক্রামতঃ সতি বিশেষ্যে বাধে"

অর্থাৎ, বিশেষ্যের সহিত অন্বয় হইতে বাধা থাকিলে বিশেষণের সহিত অন্বয় হয়। এই ন্যায়-বলে বিশেষণ যে কর্ত্তার (কৃত্যাশ্রয়ের) একদেশ কৃতি, তাহাতে ইচ্ছার অন্বয় হয়। এস্থলে: বিশেষ্য কর্ত্তা এবং বিশেষণ কৃতি)। ৪৮

(কর্ত্তৃবাচ্যে), শতৃ ও শানচে ধাতুর অর্থের কর্ত্তাকে বুঝায়। কর্ম্মবাচ্যে শানচে ধাতুর অর্থজন্য ফলবান্‌কে বুঝায়। শতৃ প্রভৃতি প্রত্যয়ের বাচ্যার্থ হয় কর্ত্তা। সবিষয়ার্থক-প্রকৃতিকের স্থলে আশ্রয়ত্বে লক্ষণাও হয়। এইরূপ কর্ত্তৃকর্ম্মবাচ্যের কৃৎ-প্রত্যয়ের শক্তি যথাক্রমে কর্ত্তাতে এবং কর্ম্মে, এবং ঐ শতৃ প্রভৃতি যদি সবিষয়ার্থক প্রকৃতিক হয়, (যেমন "জানন্"), তাহা হইলে আশ্রয়ত্বটী লক্ষ্যার্থ হয়।

এইরূপ কর্ত্তৃকর্ম্মবাচ্যে কৃৎপ্রত্যয়ের শক্তি উক্তরূপে কর্ত্তা ও কর্ম্মে বুঝিতে হইবে। শক্যার্থকে বাচ্যার্থ, আর লক্ষণালব্ধ অর্থকে লক্ষ্যার্থ বলে।

ব্রজতীত্যর্থঃ। 'ভোক্তুমিচ্ছতি' ইত্যত্র তু কর্ত্তরি লক্ষণা, ভোজনকর্ত্তারম্ আত্মানমিচ্ছতি ইত্যর্থঃ। 'সবিশেষণে হি' ইতিন্যায়াৎ বিশেষণে কৃতৌ ইচ্ছান্বয়ঃ। ৪৮

প্রকৃতধাত্বর্থকর্ত্তা শতৃশানচোঃ, ধাত্বর্থজন্যফলবান্ কর্ম্মশানচোঽর্থঃ। শত্রাদীনাং কর্ত্তা বাচ্যঃ, সবিষয়ার্থক-প্রকৃতিকানাম্ আশ্রয়ত্বে লক্ষণা।

ভাববাচ্যে কৃৎপ্রত্যয় যে নঙ্‌ ঘঙ্‌ আদি, তাহাদের অর্থ প্রয়োগসাধুত্বমাত্র, অর্থাৎ ইহাদের কোন অর্থ নাই। যেহেতু ভাববাচ্যে কৃৎপ্রত্যয়ে ধাত্বর্থভিন্ন অপর কাহারও উপস্থাপন করে না। ৪৯

যদি বল "নীলং ঘটমানয়" ইত্যাদিস্থলে দ্বিতীয়া-দ্বয় দেখিয়া কর্ম্মদ্বয়ের আশঙ্কা হয় না কেন? নীলবিশিষ্টের (ঘট মাত্রের) যে কর্ম্মত্ব, তাহাই মাত্র কেন বুঝাইবে? তাহা হইলে বলিব, না, তাহা হইবে না। কারণ, এস্থলে বিশেষণ বিভক্তিটী প্রয়োগ-সাধুত্বের জন্য, অথবা বিশেষণ বিভক্তির অর্থ অভেদ মাত্র।

কিন্তু, এস্থলে দ্বিতীয়কল্পে একটু বিশেষত্ব এই যে, অভেদ অর্থে বাক্য ও সমাসের সমানতা থাকে না, যেহেতু বাক্যের কালে "নীলং ঘটং" ইত্যাদি স্থলে অভেদটী অম্‌ পদের অর্থ হয় বলিয়া তাহা প্রকারবিধায় অন্বিত হয়, আর তজ্জন্য তাহার সংসর্গতা হয় না। আর "নীলঘটং" ইত্যাদি কর্ম্মধারয়স্থলে লক্ষণা স্বীকার নিষ্প্রয়োজন বলিয়া অর্থাৎ নীলশব্দের নীলাভিন্ন অর্থ হয় না বলিয়া, অর্থাৎ অভেদটী পদের অর্থ হয় না বলিয়া—সংসর্গবিধায়

এবং কর্ত্তৃকর্ম্মকৃতাং তেন তেন রূপেণ কর্ত্তা কর্ম্ম চ বাচ্যম্‌। ভাব-কৃতাং তু নঙ্‌ ঘঞাদীনাং প্রয়োগসাধুত্বমাত্রং ধাত্বর্থাতিরিক্তস্য ভাবকৃতা অনুপস্থাপনাদিতি। ৪৯

ননু 'নীলং ঘটমানয়' ইত্যাদৌ দ্বিতীয়াদ্বয়শ্রবণাৎ কর্ম্মদ্বয়বোধা-পত্তিঃ, ন তু বিশিষ্টস্য কর্ম্মত্বমিতি চেৎ? ন। অত্র বিশেষণবিভক্তিঃ সাধুত্বায়, অথবা বিশেষণবিভক্তেঃ অভেদোঽর্থঃ। অত্রায়ং বিশেষঃ,—দ্বিতীয়পক্ষে বাক্যসমাসয়োঃ পর্য্যায়তা ন ঘটতে, বাক্যে 'নীলং ঘটং'

ভাসমান হয়। তাহার ফলে বাক্য ও সমাসের সমানতানুরোধ-হেতুক, ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাসে রাজপুরুষ ইত্যাদি স্থলে ষষ্ঠীর অর্থ যে সম্বন্ধ, সেই সম্বন্ধে লক্ষণা হয় না। কারণ, এস্থলে সম্বন্ধটী সংসর্গমর্য্যাদায় লভ্য হইয়া থাকে।

বস্তুতঃ বিরুদ্ধ বিভক্তি-শূন্যের অভেদ-বোধকতা হয়—ইহাই ব্যুৎপত্তি। সুতরাং, মুখ্যার্থ যে রাজা, তাহার পুরুষে অভেদা-ন্বয়ের বাধা থাকায় রাজপদের রাজ-সম্বন্ধীতে লক্ষণা হয়।

এইরূপ বহুব্রীহি সমাসে শেষপদের অন্য পদার্থে লক্ষণা হয়। আর তাহা হইলে দ্বন্দ্ব এবং কর্ম্মধারয়ভিন্ন সমাসে সর্ব্বত্রই লক্ষণা স্বীকার করিতে হয়। ৫০

এইরূপ নঞ্ অর্থ—অভাব। "অঘটং ভূতলম্" ইত্যাদিস্থলে অঘটপদে ঘটভিন্নে লক্ষণা স্বীকার করিতে হয়।

"ন কলঞ্জং ভক্ষয়েৎ"ইত্যাদিস্থলে বলবদনিষ্ট-জনকে লক্ষণা।

ইত্যাদৌ অভেদস্য পদার্থত্বেন প্রকারত্বাৎ ন সংসর্গত্বং, 'নীলঘটং' ইত্যাদৌ কর্ম্মধারয়ে লক্ষণায়া অস্বীকারেণ অভেদস্য অপদার্থত্বেন সংসর্গ-ত্বাৎ; তথা চ বাক্যসমাসয়োঃ পর্য্যায়ানুরোধেন ষষ্ঠীসমাসে 'রাজপুরুষঃ' ইত্যাদৌ ষষ্ঠ্যর্থসম্বন্ধে লক্ষণা ন ঘটতে, সম্বন্ধস্য সংসর্গমর্য্যাদালভ্য-ত্বাৎ। বস্তুতস্তু বিরুদ্ধবিভক্ত্যনবরুদ্ধস্য অভেদবোধকত্বব্যুৎপত্তেঃ মুখ্যার্থরাজাভেদস্য বাধেন রাজপদস্য রাজসম্বন্ধিনি লক্ষণা। এবং বহু-ব্রীহৌ চরমপদস্যান্যপদার্থে লক্ষণা; তথা চ দ্বন্দ্বকর্ম্মধারয়ান্যসমাসে সর্ব্বত্র তত্তদর্থে লক্ষণা। ৫০

এবং নঞর্থোঽভাবঃ, 'অঘটং ভূতলম্' ইত্যাদৌ ঘটভিন্নে লক্ষণা। 'ন কলঞ্জং ভক্ষয়েৎ' ইত্যাদৌ বলবদনিষ্টজনকে লক্ষণা। ক্রিয়াসঙ্গ-

ক্রিয়ার সহিত অন্বিত "এব"পদের অর্থ অত্যন্ত-অযোগ-ব্যবচ্ছেদ। যেমন, "নীলং সরোজং ভবত্যেব।" এস্থলে "ভবতি" ক্রিয়ার সহিত অন্বিত "এব"-শব্দের অর্থবলে পদ্মত্বসামানাধিকরণ্যে নীলত্ব বোধ হয়, অর্থাৎ পদ্ম, নীলও হয় বুঝাইল।

বিশেষণের সহিত অন্বিত "এব"শব্দের অর্থ—অযোগ-ব্যবচ্ছেদ। যেমন "শঙ্খঃ পাণ্ডুর এব" এখানে "পাণ্ডুর" এই বিশেষণ পদের সহিত "এব"পদ অন্বিত হওয়ায় শঙ্খত্বাবচ্ছেদে পাণ্ডুরত্ব-বোধ হইল, অর্থাৎ সব শঙ্খই পাণ্ডুর ইহাই বলা হইল।

বিশেষ্যের সহিত অন্বিত "এব"শব্দের অর্থ—অন্যযোগ-ব্যবচ্ছেদ। যেমন, "পার্থ এব ধনুর্দ্ধরঃ।" এখানে পার্থরূপ বিশেষ্যপদের সহিত "এব" শব্দের অন্বয় হওয়ায় পার্থে যাদৃশ ধনুর্দ্ধরত্ব আছে, অপরে তাদৃশ ধনুর্দ্ধরত্ব নাই, ইহাই বুঝাইল। এইরূপ সর্ব্বত্র বুঝিতে হইবে। ৫১

ইতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীজগদীশ তর্কালঙ্কার বিরচিত
তর্কামৃতের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত॥

তস্য এব-কারস্য অত্যন্তাযোগব্যবচ্ছেদোঽর্থঃ, যথা 'নীলং সরোজং' ভবত্যেব। বিশেষণসঙ্গতস্য অযোগব্যবচ্ছেদঃ, যথা, "শঙ্খঃ পাণ্ডুর এব" ইতি। বিশেষ্যসঙ্গতস্য অন্যযোগব্যবচ্ছেদঃ, 'পার্থ এব ধনুর্দ্ধরঃ' ইত্যাদৌ। এবং দিশা সর্ব্বত্র বোধ্যম্। ৫১

ইতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীজগদীশ তর্কালঙ্কার
বিরচিতং তর্কামৃতং সমাপ্তম্।

হেত্বাভাস
অনৈকান্ত বা সব্যভিচার
বিরুদ্ধ
সৎপ্রতিপক্ষ
অসিদ্ধ
বাধিত
সাধারণ
অসাধারণ
অনুপসংহারী
আশ্রয়াসিদ্ধি
স্বরূপাসিদ্ধি
ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধি
অসৎপক্ষ
সিদ্ধসাধন
বিশেষণাসিদ্ধ,
বিশেষ্যাসিদ্ধ
ভাগাসিদ্ধ
ব্যর্থবিশেষণঘটিতহেতু
সাধ্যাপ্রসিদ্ধি
সাধনাপ্রসিদ্ধি